

১০২. হযরত হ্যায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক রাতে নামায পড়েছি। তিনি সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা শুরু করলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হযরত ১০০ আয়াত পড়ে রুক্মু করবেন। কিন্তু তিনি তারপরও পড়তে লাগলেন। ভাবলাম, তিনি হযরত এ সূরা এক রাকাতেই পড়ে শেষ করবেন। তিনি একাধারে পড়তে থাকলেন। ভাবলাম, এরপরই রুক্মু করবেন। কিন্তু তিনি সূরা নিসা শুরু করে দিলেন। এটা পড়ে শেষ করে তিনি সূরা আলে ইমরান শুরু করলেন। তিনি ধীরেধীরে তারতীলের সাথে পড়ছিলেন। যখন এমন কোন আয়াত পড়তেন যাতে আল্লাহর তাসবীহ (প্রশংসা) বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে তিনি তাসবীহ পড়তেন। আর যেখানে কোন কিছু চাওয়ার আয়াত পড়তেন সেখানে তিনি আল্লাহর নিকট চাইতেন। আবার যেখানে আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত পড়তেন সেখানে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর তিনি রুক্মুতে গিয়ে বলতে লাগলেন, ‘সুবহানা রাবিয়াল আযীম’ (আমার মহান প্রভু পবিত্র)। তাঁর রুক্মুও কিয়ামের (দাঁড়িয়ে সূরা বাকারা পড়ার) মত দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি ‘সামি’আল্লাহ’ লিমান হামিদাহ’ (যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তার প্রশংসা শুনেন) বললেন। তারপর প্রায় রুক্মুর মত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সিজ্দায় গিয়ে বললেন : “সুবহানা রাবিয়াল আ’লা” (আমার রব পবিত্র যিনি সর্বোচ্চ)। তাঁর সিজ্দাও দাঁড়ানোর মত দীর্ঘ ছিল। (মুসলিম)

١٠٣- عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ لَيْلَةً فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّىٰ هَمَمْتُ بِأَمْرٍ سَوْءٍ قِيلَ : وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدْعُهُ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ -

১০৩. হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে একদিন নামায আদায় করেছি। তিনি নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। এমনকি আমি একটা খারাপ কাজের ইচ্ছা করলাম। এ কথায় ইব্ন মাসউদকে জিজেস করা হল যে, কি খারাপ কাজের ইচ্ছা করেছিলে? তিনি বললেন, আমি তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ার ইচ্ছা করেছিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٤- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى مَعَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَةً : أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أُثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ -

১০৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেছেন : “মৃত ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস অনুসরণ করে : তার পরিবার, তার মাল এবং তার আমল। তারপর দু'টি ফিরে আসে, আর একটি সাথে রয়ে যায়। ফিরে আসে তার পরিবার ও মাল। আর রয়ে যায় তার আমল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٥- عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ لِجَنَّةِ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَّاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১০৫. হ্যরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁর জুতার ফিতার চেয়েও নিকটে। আর দোষখও তাই।” (বুখারী)

১০৬- عَنْ أَبِي فِرَاسٍ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ الصَّفَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَبْيَتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ : سَلَّنِي فَقُلْتُ : أَسَأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ أُوْغَيْرِ ذَلِكَ؟ قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ قَالَ : فَأَعْنَى عَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرَةِ السُّجُودِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০৬. আবু ফিরাস রাবিঁআ ইব্ন কা'ব আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদিম এবং আসহাবে সুফ্ফার একজন ছিলেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রাত ঘাপন করতাম এবং তাঁকে অযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। (একবার) তিনি আমাকে বললেন : “আমার নিকট (তোমার যা ইচ্ছা) চাও।” আমি বললাম, আমি জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই। তিনি বললেন : এছাড়া আর কিছু? আমি বললাম, ওটাই চাই। তিনি বললেন : “তাহলে তুমি তোমার নিজের জন্য বেশী বেশী সিজ্দা (অর্থাৎ নামায) দ্বারা আমাকে সাহায্য কর।” (মুসলিম)

১০৭- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَيَقُولَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُوبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : عَلَيْكَ بِكُثْرَةِ السُّجُودِ فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَخَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আয়াদকৃত দাস হ্যরত সাওবান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ “তোমার বেশী বেশী সিজ্দা করা উচিত। কেননা তুমি আল্লাহর জন্য একটা সিজ্দা করলেই তা দ্বারা আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে একটা উচ্চমর্যাদা দান করেন এবং তোমার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন”। (মুসলিম)

১০৮- عَنْ أَبِي صَفْوَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُشْرٍ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ مِنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ -

১০৮. হ্যরত আবু সাফওয়ান আবদুল্লাহ ইব্ন বুস্র আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “সেই ব্যক্তি উভয় যার বয়স দীর্ঘ এবং কাজ সুন্দর।” (তিরমিয়ী)

١٠٩ - عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَابَ عَمَّى أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لِئَنِّي اللَّهُ أَشْهَدُنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لِيُرِيَنَ اللَّهُ مَا أَصْنَعَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَغْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ (يَعْنِي أَصْحَابَهُ) وَأَبْرَأْ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ (يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ) ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ فَقَالَ : يَا سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ الْجَنَّةُ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أَحُدٍ ! فَقَالَ سَعْدٌ : فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ ! قَالَ أَنَسٌ : فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرَبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمِيَّةً بِسَهْمٍ ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفْنَاهُ أَحَدٌ إِلَّا أَخْتَهُ بِبَنَانِهِ وَقَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُرَى أَوْ نَظَنُ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّةَ نَزَّلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ : "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مُّصَدِّقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى أَخْرَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ" .

১০৯. হ্যরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবন নাদর (রা)) বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এই প্রথম যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলাম যা আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেছিলেন। যদি আল্লাহ আমাকে এখন মুশরিকদের সাথে কোন যুদ্ধে হায়ির করে দেন তাহলে আমি কি করিব তা নিশ্চয়ই আল্লাহ (মানুষকে) দেখিয়ে দিতেন। তারপর ওহ্দের যুদ্ধের দিন এলে, মুসলিমগণ কাফিরদের আক্রমণের সম্মুখীন হলেন, তখন আনাস ইবন নাদর (রা) বললেন, হে আল্লাহ! আমার সাথীরা যা করেছে, আমি সেজন্য তোমার নিকট ওয়ার পেশ করছি এবং মুশরিকদের কার্যকলাপ থেকে আমার সকল প্রকার সম্পর্কইন্তা ঘোষণা করছি। তারপর তিনি অগ্সর হলে সাদ ইবন মু'আয়ের সাথে দেখা হল। তখন তাকে তিনি বললেন, হে সাদ ইবন মু'আয়! ক'বার রবের কসম! আমি ওহ্দের পিছন থেকে জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি। সাদ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যে কি করেছে তা বর্ণনা করতে পারি না। হ্যরত আনাস (রা) বলেন, আমরা তাঁর শরীরে তলোয়ারের অথবা বর্ষার অথবা তীরের ৮০ টির বেশী আঘাত দেখতে পেয়েছি। আরও দেখলাম, সে শহীদ হয়ে গিয়েছে, আর মুশরিকরা তাঁর শরীরের অংগ কেটে দিয়েছে। তাই আমরা কেউ তাকে চিনতেই পারলাম না। তবে তাঁর বোন তাঁর আঙুলের ডগা দেখে তাকে চিনতে পেরেছে। হ্যরত আনাস (রা) বলেন : আমরা ধারণা করতাম যে, তাঁর ও তাঁর মত লোকদের ব্যাপারে এই আয়াত নায়িল হয়েছে :
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ

“ঈমানদারদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করেছে, আর কেউ অপেক্ষায় আছে।”
(বুখারী ও মুসলিম)

۱۱- عن أبي مسعودٍ عقبة بْنِ عَمْرٍ وَالْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ أُلْيَاءُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا : مُرَأءٍ وَجَاءَ رَجُلٌ أَخْرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعِرٍ ، فَقَالُوا : إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعٍ هَذَا فَنَزَلَتْ : الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوْعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدُهُمُ الْأَيْةَ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ -

۱۱۰. হয়রত আবু মাসউদ উক্বা ইবন আম্র আনসারী বাদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন ‘সাদাকার’ আয়াত নাযিল হল, তখন আমরা পিঠে বোৰা বহন করতাম। (এ কাজের মজুরী থেকে আমরা সাদাকা দান করতাম।) এমন অবস্থায় একজন লোক এসে বেশী পরিমাণে সাদাকা দান করল। মুনাফিকরা বলল, এ ব্যক্তি রিয়াকার (লোক দেখানো কাজ করে) এরপর আর একজন লোক এসে এক সা’ পরিমাণ সাদাকা দান করল। মুনাফিকরা বলল, আল্লাহ এই এক সা’ পরিমাণ সাদাকার মুখাপেক্ষী নন। তখন এই আয়াত নাযিল হল : “তিনি সেই কৃপণ ধনশালী লোকদেরকে খুব ভাল করে জানেন যারা আন্তরিক সত্ত্বোষ ও আগ্রহের সাথে দানকারী ঈমানদার লোকদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক কথা বলে, যা তারা নিজেদের অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করেই দান করে। তাদের (বিদ্রূপকারীদের) প্রতি আল্লাহ বিদ্রূপ করেন এবং তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।” (বুখারী ও মুসলিম)

۱۱- عن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسِ الْخَوَلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذِرَّةَ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُّحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطِمْعُونِي أَطْعِمْكُمْ ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي وَأَغْفِرُ لَكُمْ ، يَا عِبَادِي أَنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرَّيَ فَتَضَرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ

وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْقَى قَلْبٍ وَاحِدٌ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي
مُلْكِي شَيْئًا لَوْ أَنَّ أُولَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبٍ
رَجْلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا . يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَكُمْ
وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ فَسَأْلُونِي فَأَعْطِيَتْ كُلُّ إِنْسَانٍ
مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِحْيَطُ إِذَا دَخَلَ الْبَحْرَ
يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالَكُمْ أَحْصِنْهَا لَكُمْ ثُمَّ أَوْفِيَكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا
فَلَيَخْمَدَ اللَّهُ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ، قَالَ سَعِيدُ
كَانَ أَبُو إِدْرِيسٍ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَئَنَا عَلَى رُكْبَتِيهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১১১. হ্যরত আবু যার জুন্দুব ইবন জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : “হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করে রেখেছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম করেছি। কাজেই তোমরা পরম্পর যুলুম করো না। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে হিদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট। কাজেই আমার কাছে হিদায়াত চাও, আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দেব। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে খাদ্য দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। কাজেই আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদেরকে খাদ্য দেব। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে কাপড় দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই নেংটা। কাজেই আমার কাছে কাপড় চাও, আমি তোমাদেরকে কাপড় দিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন ভুল করে থাক, আর আমি সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেই। কাজেই তোমরা আমার কাছে গুনাহ ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আমার কোন লাভও করে দিতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন্ন ও মানুষ তোমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠতম আল্লাহ ভীরুর হৃদয়ের মত হৃদয়সম্পন্ন হয়ে যায়, তবুও তাতে আমার রাজত্বের এতটুকু মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন্ন ও মানুষ তোমাদের মধ্যকার সব চেয়ে খারাপ মানুষের হৃদয়ের মত হৃদয়সম্পন্ন হয়ে যায়, তবুও তাতে আমার রাজত্বের এতটুকু মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন্ন ও মানুষ কোন এক ময়দানে দাঁড়িয়ে একেব্রে আমার কাছে চায় এবং আমি প্রত্যেককে তার চাহিদা পূরণ করে দেই, তাহলে তাতে আমার কাছে যে ভাস্তুর রয়েছে তার এতটুকু কমে যায় যতটুকু সমুদ্রে একটি সুঁচ ফেললে তার পানি কমে যায়। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের নেক আমলকে তোমাদের জন্য জমা করে রাখছি, তারপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দেব। কাজেই যে ব্যক্তি কোন কল্যাণ পায়, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু পায়, সে যেন নিজেকেই তিরিক্ষার করে। সান্দেহ (র) বলেন : আবু ইন্দ্ৰীস (র) যখন এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন, তখন হাঁটু ভাঁজা করে পড়ে যেতেন। (মুসলিম)

بَابُ الْحِثُّ عَلَى الْإِذْدِيَادِ مِنَ الْخَيْرِ فِي أَوَاخِرِ الْعُمُرِ

অনুচ্ছেদ ৪ : জীবনের শেষ অধ্যায় বেশী বেশী দীনী কাজের করার প্রতি উৎসাহ দান।

মহান আল্লাহর বাণী :

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ

“আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি যাতে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও তো এসেছিল।” (সূরা ফাতির : ৩৭)

١١٢- عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْذِرَ اللَّهُ إِلَى
امْرِيِءِ أَخْرَاجَلَهُ حَتَّىٰ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১১২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “আল্লাহ যে ব্যক্তি মৃত্যুকে পিছিয়ে দেন তার বয়সের ঘাট বছর পর্যন্ত তার ওয়র কবুল করতে থাকেন।” (বুখারী)

١١٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ فَكَانَ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ : لَمْ يَدْخُلْ
هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُ فَدَعَانِي ذَاتَ
يَوْمٍ فَأَدْخَلَنِي مَعَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيهِمْ قَالَ : مَا
تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفُتْحُ" ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ :
أَمْرَنَا نَحْمَدُ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نَصَرَنَا وَفَتَحَ عَلَيْنَا وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ
يَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ لِيْ : أَكَذَّلَكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَمَا
تَقُولُ ؟ قُلْتُ : هُوَ أَجَلَ رَسُولُ اللَّهِ أَعْمَلَهُ لَهُ ؟ قَالَ : "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ
وَالْفُتْحُ" وَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجْلِكَ " فَسَبَّعَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفَرَهُ إِنَّهُ كَانَ
تَوَابًا " فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১১৩. হযরত ইব্রান আবুবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) আমাকে বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাথে মজলিসে বসাতেন। তাতে তাদের কেউ কেউ মনে মনে এটা একটু অপছন্দ করে বলেন, এ ছেলেটি আমাদের সাথে কেন মজলিসে বসে? আমাদেরও তো তার মত ছেলেপেলে আছে। হযরত উমার (রা) বলেন, এ ছেলেটি কোথাকার (নবী পরিবার) তা তোমরা জান। কোন একদিন তিনি আমাকে তাদের সাথে ডেকে

আনলেন। আমার ধারণা হল, নিচয়ই সেদিন তাদেরকে বিষয়টা বুঝিয়ে দেয়ার জন্যই আমাকে ডেকে এনেছিলেন। তিনি বললেন, "إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللَّهُ" এর সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কি? কেউ উত্তরে বললেন, আল্লাহ যেহেতু আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং বিজয় দান করেছেন, কাজেই তাঁর প্রশংসা করা এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আমাদেরকে হৃকুম দেয়া হয়েছে। আর অন্য সকলে চুপ থাকলেন এবং কিছুই বললেন না। তারপর তিনি আমাকে বললেন, হে ইব্ন আবুস! তুমি কি এরপ কথাই বল? আমি বললাম না। তিনি বললেন, তুমি কি বল? আমি বললাম : এটার অর্থ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত, যা আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ এরপ বলেছেন যে, "যেহেতু আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে" এবং সেটা তোমার ওফাতের লক্ষণ "কাজেই তুমি তোমার রবের প্রশংসা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। তিনি তাওবা করুলকারী।" এরপর হ্যরত উমার (রা) বললেন, এ ব্যাপারে তুমি যা বলছ সেটা ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। (বুখারী)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَّلْتُ عَلَيْهِ "إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللَّهُ وَالْفَتْحُ" إِلَّا يَقُولُ فِيهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -
وَفِي رِوَايَةِ الصَّحِيفَيْنِ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ - يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ -

وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَهُ الْكَلَمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثَتْهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: جَعَلْتُ لِيْ عَلَامَةً فِي أَمْتَى إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللَّهُ وَالْفَتْحُ إِلَى أَخِيرِ السُّورَةِ -

وَفِي رِوَايَةِ لَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ" قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ" فَقَالَ: أَخْبَرْنِي رَبِّيْ أَنِّي سَأَرَى عَلَامَةً فِي أَمْتَى إِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا "إِذَا جَاءَ

نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ : فَتْحُ مَكَّةَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبَّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا -

১১৪. হ্যরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ سুরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামায়েই "সুবহানাকা রাববানা ওয়া বিহামদিকা,আল্লাহুম্মাগ ফিরলী" অবশ্যই বলতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়েতে হ্যরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু ও সিজ্দায় বেশী বেশী করে বলতেন : "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাববানা ওয়া বিহামদিকা,আল্লাহুম্মাগফিরলী" কুরআনে আল্লাহ তায়া'লা এর মধ্যে যে তাসবীহ ও ইস্তিগফারের হকুম দিয়েছেন তার ওপর তিনি আমল করতেন।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইস্তিকালের পূর্বে বেশীবেশী করে বলতেন : "সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা আস্তাগফিরুক্তা ওয়া আতুরু ইলাইকা।" হ্যরত আয়েশা (রা) বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই নতুন কথাগুলো কি যা আপনাকে বলতে দেখছি? তিনি বললেন : "আমার জন্য আমার উম্মাতের মধ্যে একটি আলামত সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন আমি তা দেখি, এ কথাগুলো বলি।" তারপর তিনি সুরা নাস্র শেষ পর্যন্ত পড়লেন।

মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরল্লাহি ওয়া আতুরু ইলাইহি" -এ দু'আটি খুব বেশী করে পড়তেন। হ্যরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি আরয করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি দেখছি আপনি এ কালেমাগুলি খুব বেশী বেশী পড়ছেন। তিনি জবাব দিলেন : আমার রব আমাকে জানিয়েছেন যে, তুমি শ্রীঘৃত তোমার উম্মাতের মধ্যে একটি আলামত দেখতে পাবে। কাজেই যখন তা দেখতে পাই তখন এই নিমোক্ত বাক্যগুলো বেশী বেশী করে বলি : "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরল্লাহি ওয়া আতুরু ইলাইহি।" আর আমি এই আলামত দেখতে পেয়েছি। মহান আল্লাহ বলেছেন : "যখন আল্লাহর সাহায্য আসে এবং বিজয় সম্পন্ন হয়" অর্থাৎ মক্কাঞ্চিভিজয় "এবং তুমি লোকদেরকে দেখো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে, তখন নিজের রবের তাসবীহ ও তাহ্মীদ করো এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি বড়ই তাওবা করুলকারী।"

١١٥- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّىٰ تُوفَىَ أَكْثَرُ مَا كَانَ الْوَحْيُ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

১১৫. হ্যরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাঁর ইস্তিকালের পূর্বে একাধারে অহী নাযিল করতে থাকেন। তাঁর ইস্তিকালের কাছাকাছি সময়ে পূর্বের চেয়ে বেশী অহী নাযিল হয়েছে। আর এ অবস্থায় তিনি ইস্তিকাল করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦- عنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَعْثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১১৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “প্রত্যেক বান্দাকে ঐ অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হবে যে অবস্থায় সে মারা গেছে।” (মুসলিম)

بَابُ فِي بَيَانِ كَثْرَةِ طُرْقِ الْخَيْرِ

অনুচ্ছেদ : বিভিন্ন প্রকার ভাল কাজের বিবরণ

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

“وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ” (البقرة : ٢١٥)

“তোমরা যে কোন সৎকাজ কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত।” (সূরা বাকারা : ২১৫)

“وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ .” (البقرة : ١٩٧)

“তোমরা যে কোন সৎকাজ কর তা আল্লাহ জানেন।” (সূরা বাকারা : ১৯৭)

“فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَأَهُ .” (الزلزال : ৭)

“কোন ব্যক্তি অগু পরিমাণ সৎকাজ করলেও তা সে দেখতে পাবে।” (সূরা যিল্যাল : ৭)

“مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ .” (الجاثية : ١٥)

“যে ব্যক্তি সৎকাজ করে তা তার নিজের জন্যই করে।” (সূরা জাসিয়া : ১৫)

١١٧- عنْ أَبِي ذِرَّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ ”إِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ“ قُلْتُ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهُمَا ثَمَنًا“ قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَفْعُلْ؟ قَالَ ”تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لَاخْرَقَ“ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ : تَكُفُ شَرَكُ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৭. হযরত আবু যার জুনদের ইবন জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন : “আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা।” আমি জিজেস করলাম, কোন্ গোলাম আযাদ

করা উত্তম? তিনি বললেন : “যে গোলাম তার মালিকের নিকট বেশী প্রিয় এবং যার মূল্য বেশী।” আমি জিজেস করলাম, আমি যদি এ কাজ না করতে পারিঃ তিনি বললেন, “কোন কারিগরকে সাহায্য করবে অথবা এমন কোন লোককে কাজ শিখিয়ে দেবে যে জানে না।” আমি বললাম, ইয়া রাসূলল্লাহ! আপনি কি মনে করেন আমি যদি এই কাজও না করতে পারিঃ তিনি বললেন, “মানুষের ক্ষতি করা থেকে দূরে থাক। কেননা সেটাও এমন একটা সাদাকা যা তোমার পক্ষ থেকে তোমারই উপর হয়।” (বুখারী ও মুসলিম)

١١٨- عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِيُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى ” - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১১৮. হযরত আবু যার জুনদব ইব্ন জুনদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের যে কোন লোককেরই শরীরের প্রত্যেকটি সংযোগস্থলের ওপর সাদাকা (ওয়াজিব) হয়। “সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবাৰ”-এসবের প্রত্যেকটি এক একটি সাদাকা। সৎকাজের ভুকুম দেয়া এবং অসৎকাজে নিষেধ করাও সাদাকা। আর এসব চাশত্-এর (দুপুরের পূর্বের) দু'রাকা'আত নামায পড়লে পূরণ হয়ে যায়। (মুসলিম)

١١٩- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِضَتْ عَلَى أَعْمَالٍ أَمْتَنِي حَسَنَهَا وَسَيِّئَهَا فَوَجَدَتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا أَلَّا تَنْعَطِ عنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدَتُ فِي مَسَاوِيِءِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تَدْفَنُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১১৯. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার নিকট আমার উম্মাতের ভাল ও মন্দ কাজ পেশ করা হয়েছে। তাতে আমি পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সারিয়ে দেয়া ভাল কাজের অন্তর্ভুক্ত দেখলাম। আর মসজিদে পতিত থুথু মাটিতে পুতে না ফেলা মন্দ কাজের অন্তর্ভুক্ত পেলাম। (মুসলিম)

١٢٠- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا قَاتَلُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْوَرِ بِالْأَجُورِ : يُصْلَوُنَ كَمَا نُصَلَّى وَيُصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ : أَوْلَئِسَ قَذْ جَعَلَ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ : إِنَّ بِكُلِّ

تَسْبِيْحَةً صَدَقَةً وَكُلُّ تَكْبِيرَةً صَدَقَةً وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةً وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُواْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّاْتٍ أَحَدُنَا شَهُوْتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَّلَكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১২০. হযরত আবু যাব (রা) থেকে বর্ণিত। কতিপয় লোক বলল, ইয়া রাসূলল্লাহ! ধনীরা তো সব সাওয়াব নিয়ে গেল। আমরা যেমন নামায পড়ি তারাও তেমনি নামায পড়ে। আমরা যেমন রোয়া রাখি তারাও তেমনি রোয়া রাখে। (কিন্তু) তারা তাদের উত্তৃত মাল থেকে সাদাকা করে। তিনি বললেন : “আল্লাহ কি তোমাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করেননি যার মাধ্যমে তোমরা সাদাকা করতে পার? (জেনে রাখ) প্রত্যেকবার ‘সুব্রহ্মানল্লাহ’ বলা সাদাকা, ‘আল্লাহ আকবার’ বলা সাদাকা, ‘আল-হামদু লিল্লাহ’ বলা সাদাকা, ‘লা-ইলাহা ইল্লাহল্লাহ’ বলা সাদাকা, সৎকাজের হৃকুম করা সাদাকা, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করা সাদাকা এবং তোমাদের স্তৰীর সাথে মিলনও সাদাকা। সাহাবা কেরাম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমাদের কেউ তার যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলে তাতেও সাওয়াব হয়? তিনি বললেন, “আচ্ছা বলত, যদি কেউ হারাম উপায়ে যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, তবে তার গুনাহ হবে কিনা? এভাবে হালাল পস্তায় এ কাজ করলে তার সাওয়াব হবে।”(মুসলিম)

১২১- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَحْقِرُنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَا أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوْجَهٍ طَلِيقٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১২১. হযরত আবু যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “কোন সৎকাজকে অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভাট্ট এর সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার কাজ হয়।”(মুসলিম)

১২২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ سُلَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ : يَعْدِلُ بَيْنَ أَلْثَنِينِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفِمُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمْبِيْطُ الْأَذْنِي عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ خَلَقَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِيْ ادَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةِ

مَفْصِلٌ فَمَنْ كَبَرَ اللَّهُ وَحَمَدَ اللَّهُ وَهَلَّ اللَّهُ وَسَبَّحَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ
وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ
أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدُ السَّتِّينَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ فَإِنَّهُ يَمْشِي
يَؤْمِنُذِي وَقَدْ زَحَّزَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ -

১২২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “সূর্য উদয় হয় এমন প্রত্যেক দিন মানুষের মধ্যে যে ইনসাফ কর তা সাদাকা। তুমি মানুষকে তার জানোয়ারের উপর উঠিয়ে দিয়ে অথবা তার উপর তার আসবাবপত্র উঠিয়ে দিয়ে যে সাহায্য কর তাও সাদাকা। ভাল কথা বলাও সাদাকা। নামায়ের দিকে যাওয়ার সময় তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ সাদাকা। রাস্তা থেকে তুমি যে কঠিনায়ক বস্তু সরিয়ে ফেল তাও সাদাকা।” (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিম (র) এই একই হাদীস হযরত আয়েশা (রা) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “প্রতিটি আদম সত্তানকে ৩৬০টি গ্রহিত সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা করে, তাঁর প্রশংসা করে, ‘লা-ইলাহা ইল্লাহু’ বলে, ‘সুবহানাল্লাহ’ বলে, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, লোকদের যাতায়াতের পথ থেকে পাথর, অথবা কাঁটা অথবা হাড় সরিয়ে দেয়, অথবা সৎকাজের আদেশ করে, অথবা খারাপ কাজ করতে নিষেধ করে এসব কিছু সংখ্যায় ৩৬০ হয়ে যায়। আর এ লোকটির সারাটা দিন এভাবে কাটে যে, সে নিজেকে দোষখের আগুন থেকে দূরে রাখে।

১২৩- عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ عَذَا إِلَى الْمَسْجِدِ
أَوْ رَاحَ أَعْدَ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَزَلَ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ -

১২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : “যে ব্যক্তি সকালে কিংবা সন্ধ্যায় মাসজিদে আসে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে সকাল বা সন্ধ্যায় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন।”(বুখারী ও মুসলিম)

১২৪- عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا نِسَاءَ
الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرْنَ جَارَتِهَا وَلَا فِرْسِنَ شَاءَ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ -

১২৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “হে মুসলিম নারীগণ! কোন মহিলা যেন তার প্রতিবেশী মহিলাকে ছাগলের খুর হলেও তা হাদিয়া বা সাদাকা দিতে অবজ্ঞা না করে।”(বুখারী ও মুসলিম)

১২৫- عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ بِضَعْ وَسَبْعُونَ
أَوْ بِضَعْ وَسِتُّونَ شَعْبَةً : فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ
الْأَنَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ -

۱۲۵. ہے رات آبُو ہرَأَيْرَا (رَا) خِلَقَ بَنِيَتْ. نَبِيٌّ سَالَمَانَ لَهُ عَلَىٰ أَنْ وَجَدَ أَنَّهُ مُشْرِكًا فَقَالَ: إِنَّمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقِ اشْتَدَ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التَّرَىٰ مِنْ أَعْطَشِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبَئْرَ فَمَلَأَ خُفَةً مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفَيْهِ حَتَّىٰ بَرَقَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ كَبِيرٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

۱۲۶. ہے رات آبُو ہرَأَيْرَا (رَا) خِلَقَ بَنِيَتْ. سَالَمَانَ لَهُ عَلَىٰ أَنْ وَجَدَ أَنَّهُ مُشْرِكًا فَقَالَ: كُونِ اک بُجُکی اکٹی را نتا دیوے یا چیل۔ تارِ خُوب پیپاسا پل۔ سے اکٹی کُپ دے دخڑے پل۔ تا تے نے پانی پان کرے ہے ریوے اسے دے دخڑے، اکٹی کُکُر پیپاسا یا کاتر ہے یو جیہو ہے رکھو کر رہے ایں کادا چاٹھے۔ گاؤں تا بول، آمی یو میں پیپاسا یا تھے ہے یو جیہو ہے کُکُر تی پیپاسا یا تھے ہے۔ تا ای سے کُھا تے نے تارِ موجا یا پانی ہے یو نیجوں مُو خ دیوے ڈرے کُپ خِلَقَ ای۔ تار پار کُکُر تکے پانی پان کریوے دل۔ اتے آلَمَ تارِ پرِتی رہم کر لئے ایں تارِ گُناہ کشمکش کرے دیلے۔ ساہابی ہے لئے، یا رَسُولُ اللَّهِ! پشیدے رُپکار کر لئے و کی آمادے رُسَوْلُو ہے؟ تینی ہے لئے: "پر تے کی پڑیاں بیا پارے ای سا ویا ر ہے؟" (بُو خاری و مُوسَلِیم)

۱۲۷-عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتَ رَجُلًا يَتَقَبَّلُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهَرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤَذِّي الْمُسْلِمِينَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

۱۲۸. ہے رات آبُو ہرَأَيْرَا (رَا) خِلَقَ بَنِيَتْ. نَبِيٌّ سَالَمَانَ لَهُ عَلَىٰ أَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَانْصَتَ غُفرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةً ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَ الْحَصَّا فَقَدْ لَغَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

১২৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যে ব্যক্তি খুব ভাল করে অ্যু করে, তারপর মাসজিদে এসে চুপ করে খুতবা শুনে, তার এক জুমু’আ থেকে পরবর্তী জুমু’আ পর্যন্ত এবং তারপরেও তিনি দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (খুত্বার সময়) পাথরের টুক্রা নাড়াচাড়া করে সে অন্যায় কাজ করে।” (মুসলিম)

১২৯- عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِيهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ اخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّهُ خَطِيئَةٌ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ اخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ اخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৩০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “মুসলিম বা মু’মিন বাদ্য অ্যু করতে গিয়ে যখন চেহারা ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার চেহারা থেকে এমন প্রত্যেকটি পাপ ঝরে যায় যা সে চোখের দৃষ্টি দ্বারা করেছে। তারপর যখন সে তার হাত ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার হাত থেকে এমন প্রত্যেকটি পাপ ঝরে যায় যা সে হাত দিয়ে করেছে। এমনকি তার হাত পাপ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার পা ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার পায়ের এমন প্রত্যেকটি পাপ ঝরে যায় যা সে পা দ্বারা করেছে। এমনকি তার পা (সমস্ত সগীরা) পাপ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়।” (মুসলিম)

১৩১- عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكْفَرَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا أَجْتَنَبَتِ الْكُبَائِرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৩০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমু’আ থেকে আর এক জুমু’আ এবং এক রময়ান থেকে আর এক রময়ান মধ্যবর্তী দিনগুলোর ছোটছোট গুনাহের কাফ্ফারা হয়, যদি কবীরা বা বড় গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকা যায়। (মুসলিম)

১৩১- عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدْلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوا اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ

قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخَطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِنْظَارُ
الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৩১. হয়রত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “আমি তোমদেরকে সেই কাজ বলে দেব না যা তোমদের গুনাহ দূর করে দেয় এবং তোমদের মর্যাদা বুলন্দ করে ?” সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন : “কষ্টের সময় পূর্ণভাবে অযু করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী হেঁটে যাওয়া এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা। আর এটাই তোমদের রিবাত বা জিহাদ।” (মুসলিম)

১৩২- عنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ صَلَّى الْبَرْدِيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ -

১৩২. হয়রত আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যে ব্যক্তি ফজর ও আসরের নামায (নিয়মিত) আদায় করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল।” (বুখারী ও মুসলিম)

১৩৩- عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ
أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًّا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১৩৩. হয়রত আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “আল্লাহর বান্দা যখন অসুস্থ হয় অথবা সফর করে, তখন সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় যে কাজ করছিল সেই পরিমাণ কাজের সাওয়াব তার জন্য লেখা হয়।” (বুখারী)

১৩৪- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ مَعْرُوفٍ
صَدَقَةٌ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১৩৪। হয়রত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “প্রত্যেকটি সৎকাজই সাদাকা।” (বুখারী)

১৩৫- عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا
يَرْزُقُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

وَفِي رِوَايَةِ لَهُ : فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ
وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

وَفِي رِوَايَةِ لَهُ "لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْوَعَ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَئٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً" -

১৩৫. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যে কোন মুসলিম কোন গাছ লাগালে তা থেকে যা কিছু খাওয়া হোক সেটা তার জন্য সাদাকা হবে, আর তা থেকে কোন কিছু চুরি হলে এবং কেউ তার কোন ক্ষতি করলে সেটাও তার জন্য সাদাকা হবে।” (মুসলিম)

এ হাদীসটি মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে : “মুসলমান যে কোনো গাছই লাগায় না কেন তা থেকে মানুষ, পশু ও পাখীরা যা কিছু খায়, কিয়ামত পর্যন্ত তা তার জন্য সাদাকা হিসেবে জারী থাকে।”

মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে : “মুসলমান যে কোনো গাছ লাগায় ও যে কোনো চাষাবাদ করে এবং তা থেকে মানুষ, পশু ও অন্য কিছু খেয়ে ফেলে, তা তার জন্য সাদাকা বিবেচিত হয়।”

১৩৬- عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ ، فَقَالَ : بَنِي سَلَمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ أَثَارُكُمْ ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ أَثَارُكُمْ -
রোাহ মুসলিম -

১৩৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বনু সালিমা মসজিদের (মসজিদে নববী) নিকটে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করল। এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌছলে তিনি তাদেরকে বললেন : “আমার নিকট খবর পৌছেছে যে, তোমরা নাকি মসজিদের নিকট স্থানান্তরিত হতে চাও?” তারা বলল, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এরূপ ইচ্ছা করেছি! তিনি বললেন : “বনু সালিমা! তোমরা ঘরেই থাক, তোমাদের পদচিহ্ন (মসজিদে আসা-যাওয়ার সাওয়াব) লেখা হয়।” (মুসলিম)

১৩৭- عَنْ أَبِي الْمُتَذَرِّبِ أَبِي بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمْ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لَا تُخْطِئَهُ صَلَاةٌ فَقِيلَ لَهُ أَوْ فَقِيلَ لَهُ لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظُّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ ؟ فَقَالَ : مَا يَسِّرُنِي أَنْ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلُّهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৩৭. হযরত উবাই ইব্ন কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন লোক এমন ছিল যে, তার চেয়ে আর কেউ মসজিদ থেকে অতদূরে থাকত বলে আমি জানতাম না। সে কখনো জামায়াত (জামায়াতের সাথে নামায) হারাত না। তাকে বলা হল অথবা আমি তাকে বললাম, তুমি একটি গাধা খরিদ করে তাতে চড়ে দিনে ও রাতে, অঙ্ককার ও গরমে মসজিদে আসতে পার। সে বলল, মসজিদের নিকটে আমার বাড়ী হওয়া আমার ভাল লাগে না। আমি তো চাই যে, মসজিদে আমার আসা এবং পরিবারবর্গের নিকট ফিরে যাওয়া এসবই আল্লাহর নিকট লিখিত হোক। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : মহান আল্লাহ তোমার জন্য এসবই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। (মুসলিম)

১৩৮- عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَكْبَرُ أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهَا مَنْيَحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءً ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعِدِهَا إِلَّا دَخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “৪০টি সৎকাজের মধ্যে উচ্চতম কাজ হচ্ছে দুধ পান করার জন্য কাউকে উটবী ধার দেয়া। যে ব্যক্তি এ ৪০টি কাজের জন্য সাওয়াবের আশা করে এবং তাতে যে ওয়াদা আছে তা সত্য বলে মেনে নিয়ে এ কাজগুলোর কোন একটি করবে তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (বুখারী)

১৩৯- عَنْ عَدَىِ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الْأَكْبَرَ يَقُولُ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَقٍّ تَمْرَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةِ لَهُمَا عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَكْبَرُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بِيَنَّهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَمَ وَيَنْظُرُ أَشْمَاءً مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَضِي إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَقٍّ تَمْرَةً فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي كَلْمَةٍ طَيِّبَةً -

১৩৯. হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : (জাহানামের) “(জাহানামের) আগুন থেকে বাঁচ, একটা খেজুরের অর্ধেকটা দান করে হলেও।” (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “তোমাদের প্রত্যেকের সাথে অচিরেই তার প্রতিপালক কথা বলবেন, এমন অবস্থায়

যে উভয়ের মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। মানুষ তার ডান দিকে তাকাবে তো নিজের কৃতকর্মই দেখতে পাবে, বাম দিকে তাকাবে তো নিজের কৃতকর্মই দেখতে পাবে, সামনে তাকাবে তো তার মুখের সামনে (দোয়খের) আগুন দেখতে পাবে। কাজেই একটা খেজুরের অর্ধেকটা দান করে হলেও আগুন থেকে বাঁচ। আর যে ব্যক্তি তাও না পায় তো ভাল কথা দ্বারা (আগুন থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে।)

١٤٠- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৪০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “আল্লাহ অবশ্যই তার বান্দার প্রতি এ জন্য সন্তুষ্ট হন যে, সে কোন কিছু থেয়ে তাঁর প্রশংসা করে অথবা কোন কিছু পান করে তাঁর প্রশংসা করে।” (মুসলিম)

١٤١- عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِيهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : يُعِينَ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ : رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : يُمْسِكَ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ -

১৪১. হযরত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “প্রত্যেক মুসলিমের ওপর সাদাকা ওয়াজিব।” জনৈক সাহাবী বললেন, তবে যদি সে (সাদাকা দানের) কোন কিছু না পায়? তিনি বললেন : “তাহলে সে নিজ হাতে কাজ করে নিজেকে লাভবান করবে এবং সাদাকাও দেবে।” সাহাবী (রা) বললেন, আর যদি তা না পারে? তিনি বললেন : “তাহলে সে দুঃখ ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করবে। সাহাবী (রা) বললেন, যদি সে এটাও না করতে পারে? তিনি বললেন, “তাহলে সে (অন্ততঃ) নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। কেননা এটা তার জন্য সাদাকা।” (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فِي الْإِقْتِصَادِ فِي الْعِبَادَةِ
অনুচ্ছেদ : ইবাদত বন্দেগীতে ভারসাম্য ও নিয়মানুবর্তিতা।

মহান আল্লাহর বাণী :

“**طَهُ ، مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتُشْقَى**” (৪ : ১)

“তো-হা। আমি আপনার ওপর কুরআন এ জন্য নায়িল করিনি যে, (এর দরুণ) আপনি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবেন।” (সূরা তো-হা : ১)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة : ۱۸۵)

“آللّاہ توماً دے ر سا خے سہ ج بھوار کرتے چان اور کھن بھوار کرتے چان نا ।” (سُرہ بِکَارا : ۱۸۵)

۱۴۲- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَتْ هَذِهِ فُلَانَةٌ تَذَكَّرُونَ صَلَاتُهَا قَالَ : مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمْلُلُ اللَّهُ حَتَّى تَمْلُوْا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَأَوْمَ صَاحِبَةِ عَلَيْهِ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ -

۱۸۲. ہے رات آیہ شا (را) پر کے بھرت۔ نبی ساللہ علیہ السلام تاریخ نیکٹ گلنے۔ تখن اک جن مھلیا تاریخ نیکٹ بسا ہیں۔ نبی ساللہ علیہ السلام تاریخ نبی ساللہ علیہ السلام جیسے کر لئے ہیں：“اے مھلیا کے؟” ہے رات آیہ شا (را) بول لئے، اے ہجھے ایک مھلیا، سے تاریخ نامی سمنپرکے آلوچنا کر رہے۔ تینی بول لئے، “�ام، سب کا ج تو مادے کی شکتی انویاں تاریخ نامی کر رہے۔ آللّاہ ر کسم، تو مرا کلاں ہلے و مہان آللّاہ (سماویاں دیتے) کلاں ہن نا۔ اے رات نیکٹ عالم دینی کا ج وٹایا یار کرتی سے کا ج نیکیتباوے کر رہے۔” (بُوکاڑی و موسیلم)

۱۴۳- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَخْبِرُوا كَائِنَهُمْ تَقَالُوْهَا وَقَالُوا أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ غُرِّلَهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَأَصْلَى الَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ أَخْرُ : وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطَرُ وَقَالَ أَخْرُ وَأَنَا أَعْتَزلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوْجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا خَشَأُكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ ، لِكُنِّي أَصُومُ وَأَفْطَرُ وَأَصْلَى وَأَرْقَدُ وَأَتَزَوْجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي ! - مُتَفَقُ عَلَيْهِ -

۱۸۳. ہے رات آنام (را) پر کے بھرت۔ تین جن لوک نبی ساللہ علیہ السلام آلیا ہی ویسا ساللہ علیہ السلام کی گنے والیا تھے اسے نبی ساللہ علیہ السلام آلیا ہی ویسا ساللہ علیہ السلام تولنا یا آم را کو ایسیاں آللّاہ تھے تو تاریخ پریوں اور پاریوں سب کھن بھوار کر رہے ہیں۔ تاریخ اک جن بول لئے آمی چرکاں سارا رات نامیے رات خاکب۔ اے رات اک جن بول لئے آمی خریدے کاچ پر کھوار کر رہے ہیں۔ اے رات سماں راس سلسلہ ساللہ علیہ السلام آلیا ہی ویسا ساللہ علیہ السلام تاریخ اک جن بول لئے آمی کی اک رپ اک رپ کر رہے ہیں۔

বলেছ? আল্লাহর কসম! তোমাদের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশী ভয় করি এবং বেশী তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু আমি তো রোয়া রাখি আবার থাই, নামায পড়ি আবার ঘুমাই এবং বিয়ে শাদীও করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত-আদর্শ পালন করবে না সে আমার (দলভুজ) নয়।” (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٤ - وَعَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَلْكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৪৪. হযরত ইব্ন মাসুদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “অযথা কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্রংস হয়ে গিয়েছে।” তিনি এ কথা তিনবার বলেছেন। (মুসলিম)

١٤٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادُ الدِّينُ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدُّوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ ، وَشَئَ مِنَ الدُّلْجَةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১৪৫. হযরত আরু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর দীন সহজ। যে কোন ব্যক্তি এ দীনকে কঠিন বানাবে তার ওপর তা চেপে বসবে। কাজেই মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন কর। আর সুখবর গ্রহণ কর এবং সকাল, সন্ধিয়া ও শেষ রাতের কিছু অংশে ইবাদত করে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর। (বুখারী)

١٤٦ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ : مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ قَالُوا هَذَا حَبْلُ لِزِينَبِ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعْلَقَتْ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلُوةً لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلَيْرَقْدُ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ -

১৪৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলেন একটি রশি দু'টি খুঁটির মাঝখানে বাঁধা রয়েছে। তিনি বললেন, “এ রশিটা কিসের?” সাহাবীগণ বললেন, এটা যয়নবের রশি। তিনি যখন নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যান তখন এ রশিতে ঝুলে পড়েন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এটা ঝুলে ফেল। তোমাদের প্রত্যেকের পক্ষে তার শক্তি ও মনের আগ্রহ থাকা অবস্থায় নামায পড়া উচিত। আর যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন ঘুমান উচিত।” (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدَكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَلَيْرَقْدُ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسْبُهُ نَفْسَهُ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ -

১৪৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারোর নামায পড়ার সময় ঘুম এলে ঘুম চলে না যাওয়া পর্যন্ত তার ঘুমান উচিত। কেননা খিমানো অবস্থায় নামায পড়তে থাকলে সে হযরত ইস্তিগফার করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪৮- وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
كُنْتُ أَصْلَى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا
- رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৪৮. হযরত জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করতাম। তাঁর নামায ও খৃতবা ছিল না ছোট না বড়। (মুসলিম)

১৪৯- وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهُبْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَخِي
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أَمَّ
الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ : مَا شَاءْتُكَ ؟ قَالَتْ : أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ
حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ كُلْ فَإِنِّي
صَائِمٌ قَالَ : مَا أَنَا بِأَكِيلِ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكَلَ : فَلَمَّا كَانَ الْيَلَّةِ ذَهَبَ
أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ فَقَالَ ثُمَّ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ : ثُمَّ فَلَمَّا كَانَ أَخِيرُ
الْيَلَّةِ قَالَ سَلْمَانُ قُمْ أَلَآنُ فَصَلَّيْنَا جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ أَنَّ لِرَبِّكَ
عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلَا هُنْكَ عَلَيْكَ حَقًا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ
حَقَهُ فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১৪৯. হযরত আবু জুহায়ফা ওহব ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালমান ও আবু দারদার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে উম্মে দারদারকে (আবু দারদার স্ত্রী) পুরান খারাপ কাপড় পরিহিতা অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তখন তার অবস্থা জিজেস করলেন। উম্মে দারদা (রা) এসে সালমানের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করে তাকে বললেন, তুমি খাও, আমি রোয়া রেখেছি।” হযরত সালমান (রা) বললেন, তুমি না খেলে আমি খাব না। তখন আবু দারদাও খেলেন। এরপর রাতে হযরত আবু দারদা (রা) নামাযে মগ্ন হতে গেলে হযরত সালমান (রা) তাকে ঘুমাতে বললেন। তিনি ঘুমালেন। একটু পরেই আবার উঠে নামাযে রত হতে গেলে হযরত সালমান (রা) এবারও তাকে ঘুমাতে

ବଲଲେନ । ଏରପର ଶେଷ ରାତେ ସାଲମାନ (ରା) ତାକେ ଉଠିଲେନ ଏବଂ ଦୁଃଜନେ ନାମାୟ ପଡ଼ଲେନ । ତାରପର ହ୍ୟରତ ସାଲମାନ (ରା) ତାଙ୍କେ ବଲଲେନ, “ତୋମାର ଉପର ତୋମାର ରବେ (ଆଜ୍ଞାହର) ହକ ଆଛେ, ତୋମାର ଉପର ତୋମାର ନଫସେର ହକ ଆଛେ, ତୋମାର ଉପର ତୋମାର ପରିବାରେର ହକ ଆଛେ । କାଜେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହକ୍ଦାରେର ହକ ଆଦାୟ କର ।” ତାରପର ହ୍ୟରତ ଆବୁ ଦାର୍ଦା (ରା) ନବୀ ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ନିକଟ ଏସେ ସବ କଥା ବଲଲେ ତିନି ବଲଲେନ ଯେ, ସାଲମାନ ଠିକ କଥା ବଲେଛେ । (ବୁଖାରୀ)

١٥- وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ : أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَقُولُ وَاللَّهُ لَأَصُومَ النَّهَارَ وَلَا قُومَنَ الْيَلْلَ
مَا عَشْتُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ؟ فَقَلَّتْ لَهُ : قَدْ
قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِعُ ذَلِكَ فَصُمْ
وَأَفْطِرْ وَهُمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعِشْرِ أَمْثَالِهَا
وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا
وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ ” قُلْتُ فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ
يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَأْوَدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ ” -

وَفِي رِوَايَةٍ : هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ ” قُلْتُ : شَاءَ اللَّهُ أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ وَلَأَنَّ أَكْوَنَ قَبِيلَتُ الْتَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ
الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي -

وَفِي رِوَايَةٍ ” أَلَمْ أَخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ الْيَلْلَ ؟ قُلْتُ بَلَى يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ : صُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا
وَإِنَّ لِعِينَتِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا،
وَإِنَّ بِحَسِيبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ
أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ ” فَشَدَّدَتْ فَشَدَّدَ عَلَيَّ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ : صُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَأْوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ
قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَأْوَدَ ؟ قَالَ نَصْفُ الدَّهْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا
كَبِيرَ : يَا لَيْتَنِي قَبِيلَتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وَفِي رِوَايَةٍ : أَلْمَ أَخْبَرَ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ ؟
 فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ
 اللَّهِ دَاؤْدَ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ وَأَقْرَاءَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ " قُلْتُ : يَا
 نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ " قُلْتُ يَا
 نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشَرِ " قُلْتُ يَا
 نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى
 ذَلِكَ " فَشَدَّدَتُ فَشَدَّدَ عَلَىَّ ، وَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَكَ يَطُولُ
 بِكَ عُمُرٌ قَالَ فَصَرِّحْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدتُ
 أَنِّي كُنْتُ قَبِيلَتُ رُحْصَةَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ وَإِنَّ لَوْلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَفِي رِوَايَةٍ : " لَاصَامَ مَنْ صَامَ
 الْأَبَدَ " ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَةٍ : أَحَبُ الصِّيَامَ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاؤْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَأَحَبُ الصَّلَاةَ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاؤْدَ : كَانَ نِصْفُ الْيَوْمِ وَيَقُولُ ثَلَثَةَ وَيَنَامُ
 سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُ إِذَا لَآقَى -

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : أَنْكَحْنِي أَبِي إِمْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَكَانَ يَتَعَااهُدُ كَنْتَهُ
 أَيْ إِمْرَأَةً وَلَدَهُ فَيُسَأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُولُ لَهُ : نِعَمْ الرَّجُلُ لَمْ يَطَأْنَا
 فِرَاشًا ، وَلَمْ يُفْتَشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذَ أَتَيْنَاهُ فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ ذَلِكَ
 لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ " الْقَنِيمُ بِهِ " فَلَقِيَتْهُ بَعْدَ فَقَالَ " كَيْفَ تَصُومُ ؟ قُلْتُ كُلَّ
 يَوْمٍ قَالَ : وَكَيْفَ تَخْتِمُ ؟ قُلْتُ : كُلَّ لَيْلَةٍ وَذَكَرَ نَحْوَمَا سَبَقَ وَكَانَ يَقْرَأُ
 عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السَّبْعَ الَّذِي يَقْرُؤُهُ يَعْرُضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخْفَى عَلَيْهِ
 بِاللَّيْلِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَّةً
 أَنْ يَتَرُكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كُلَّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ صَحِيحَةً
 مُعْظَمُهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَلِيلٌ مِنْهَا فِي أَحَدِهِما -

୧୫୦. ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନ ଆମର ଇବନୁଲ ଆସ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଖବର ଦେୟା ହଲ ଯେ, ଆମି ବଲେ ଥାକି : “ଆଲ୍ଲାହର କସମ, ଯତ ଦିନ ଜୀବିତ ଥାକବ ତତ ଦିନ ଆମି ରୋଯା ରାଖିବ ଆର ରାତେ ନାମାୟ ପଡ଼ିତେ ଥାକବ” । ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ : “ତୁମି ନାକି ଏରଙ୍ଗ କଥା ବଲେ ଥାକ? ଆମି ବଲଲାମ, ଆମାର ମା-ବାପ ଆପନାର ଜନ୍ୟ କୁରାନା । ଇଯା ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ! ଆମି ଠିକିଟି ଏ କଥା ବଲେଛି” । ତିନି ବଲଲେନ “ତୁମି ଏରଙ୍ଗ କରତେ ସକ୍ଷମ ହବେ ନା । କାଜେଇ ରୋଯାଓ ରାଖ, ଆବାର ରୋଯା ଛେଡେ ଓ ଦାଓ । ତେମନି ନିଦ୍ରା ଯାଓ ଆବାର ରାତ ଜେଗେ ନଫଲ ଓ ପଡ଼ । ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସେ ତିମି ଦିନ ରୋଯା ରାଖ । କାରଣ ସଂକାଜେ ୧୦ ଗୁଣ ସାଓୟାର ପାଓୟା ଯାଇ ଏବଂ ଏଟା ହାମେଶା ରୋଯା ରାଖିର ମତୋ ହୁୟେ ଯାବେ । ଆମି ବଲଲାମ : ଆମି ଏର ଚାଇତେ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ରାଖି । ତିନି ବଲଲେନ : ତାହଲେ ଏକଦିନ ରୋଯା ରାଖୋ ଓ ଦୁ'ଦିନ ଥାଓ । ଆମି ବଲଲାମ : ଆମି ଏର ଚାଇତେ ଓ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ରାଖି । ତାହଲେ ଏକଦିନ ରୋଯା ରାଖ ଓ ଏକଦିନ ଥାଓ । ଏବଂ ଏଟି ହଚ୍ଛେ ହ୍ୟରତ ଦାଉଦ ଆଲାଇହିସ୍ ସାଲ୍ଲାମେର ରୋଯା । ଆର ଏଟିଇ ହଚ୍ଛେ ଭାରସାମ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଯା ।

ଅନ୍ୟ ରିଓ୍ୟାୟେତେ ବଲା ହୁୟେଛେ : ଆର ଏଟିଇ ହଚ୍ଛେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଯା । ଆମି ବଲଲାମ : ଆମି ଏର ଚାଇତେ ଓ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ରାଖି । ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ : ଏଛାଡ଼ା ଆର କୋନୋ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଯା ନେଇ । (ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଯଥନ ବୁଡ଼ୋ ହୁୟେ ଗିଯେଛିଲେନ ତଥନ ବଲତେନ :) ହାୟ! ଆମି ଯଦି ସେଇ ତିନ ଦିନେର ରୋଯା କବୁଳ କରେ ନିତାମ ଯାର କଥା ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛିଲେନ : ତାହଲେ ତା ଆମାର ପରିବାର-ପରିଜନ ଓ ଧନ-ସମ୍ପଦେର ଚାଇତେ ଆମାର କାହେ ବେଶୀ ପିଯ ହତୋ ।

ଆର ଅନ୍ୟ ଏକ ରିଓ୍ୟାୟେତେ ବଲା ହୁୟେଛେ : ଆମାକେ କି ଏ ଖବର ଦେୟା ହୁଯନି, ତୁମି ଦିନେ ରୋଯା ରାଖ ଓ ରାତେ ନଫଲ ନମାୟ ପଡ଼ୋ? ଆମି ଜ୍ବାବ ଦିଲାମ, ଅବଶ୍ୟାଇ, ଇଯା ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ! ତିନି ବଲଲେନ : ଏମନଟି କରୋ ନା । ରୋଯା ରାଖୋ । ଆବାର ଇଫ୍ତାରଓ କରୋ, ଘୁମାଓ ଆବାର ଘୁମ ଥେକେ ଉଠେ ନଫଲ ନମାୟ ଓ ପଡ଼ୋ । କାରଣ ତୋମାର ଉପର ତୋମାର ଶରୀରେର ହକ ଆଛେ, ତୋମାର ଚୋଖେର ଓ ତୋମାର ଓପର ହକ ଆଛେ, ତୋମାର ଶ୍ରୀରାଗ ଓ ତୋମାର ଉପର ହକ ଆଛେ । ତୋମାର ମେହମାନେର ଓ ତୋମାର ଉପର ହକ ଆଛେ । ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସେ ତିନ ଦିନ ରୋଯା ରାଖାଇ ତୋମାର ଜନ୍ୟ ସଥେଷ୍ଟ । କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେକିର ବଦଳେ ତୁମି ୧୦ ଗୁଣ ସାଓୟାର ପାବେ ଆର ଏଟା ସାରା ବହର ବା ସର୍ବକ୍ଷଣ ରୋଯା ରାଖିର ସମାନ ହୁୟେ ଯାଇ । ଆମି ନିଜେ ଆମାର ଉପର କଠୋରତା ଆରୋପ କରଲାମ ଫଳେ ଆମାର ଓପର କଠୋରତା ଆରୋପିତ ହଲୋ ।

ଆମି ବଲଲାମ, ଇଯା ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ! ଆମି ନିଜେର ମଧ୍ୟେ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରଛି । ତିନି ଜ୍ବାବ ଦିଲେନ : “ଆଲ୍ଲାହର ନବୀ ଦାଉଦେର ରୋଯା ରାଖୋ ଏବଂ ତାର ଓପର ବୃଦ୍ଧି କରୋ ନା ।” ଆମି ଜିଜ୍ଞେସ କରଲାମ : “ଦାଉଦେର ରୋଯା କେମନ ଛିଲ ।” ଜ୍ବାବ ଦିଲେନ : “ଅର୍ଧ ବହର” (ଅର୍ଥାତ୍ ଏକଦିନ ରୋଯା ରାଖା ଏକଦିନ ଇଫ୍ତାର କରା ।) ଆବଦୁଲ୍ଲାହ (ରା) ବୃଦ୍ଧ ହ୍ୟାର ପର ବଲତେନ : ହାୟ, ଆମି ଯଦି ସେଦିନ ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁବିଧା ଗ୍ରହଣ କରତାମ!

ଅନ୍ୟ ଏକ ରିଓ୍ୟାୟେତେ ବଲା ହୁୟେଛେ : ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେନ : ଆମାକେ କି ଖବର ଦେୟା ହୁଯନି, ତୁମି ସାରା ବହର (ସବଦିନ) ରୋଯା ରାଖୋ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତେ

କୁରାନ ଖତମ କରେ ଥାକୋ? ଆମି ବଲଲାମ : ହଁ, ଇଯା ରାସୂଲାଲ୍ଲାହ! ତବେ ଆମି ଏ ଥେକେ କଳ୍ୟାଣେର ଆକାଙ୍କ୍ଷା ପୋଷଣ କରି । ତିନି ବଲଲେନ : ତାହଲେ ଆଲ୍ଲାହର ନବୀ ଦାଉଦେର (ନିୟମେ) ରୋଯା ରାଖୋ । କାରଣ ତିନି ଛିଲେନ ମାନୁଷଦେର ମଧ୍ୟେ ସବଚେଯେ ବେଶୀ ଇବାଦତଗୁର୍ଯ୍ୟର । ଆର ପ୍ରତିମାସେ ଏକବାର କୁରାନ ଖତମ କରୋ । ଆମି ବଲଲାମ : ହଁ ଆଲ୍ଲାହର ନବୀ! ଆମି ଏର ଚାଇତେ ବେଶୀ କରାର କ୍ଷମତା ରାଖି । ତିନି ବଲଲେନ : ତାହଲେ ବିଶ ଦିନେ ଖତମ କରୋ । ବଲଲାମ : ହଁ ଆଲ୍ଲାହର ନବୀ! ଆମି ଏର ଚାଇତେଓ ବେଶୀ କ୍ଷମତା ରାଖି । ବଲଲେନ : ତାହଲେ ୧୦ ଦିନେ ଖତମ କରୋ । ଆମି ବଲଲାମ : ହଁ ଇଯା ରାସୂଲାଲ୍ଲାହ! ଆମି ଏର ଚାଇତେଓ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ରାଖି । ତିନି ବଲଲେନ : ତାହଲେ ଏକ ସଞ୍ଚାରେ କୁରାନ ଖତମ କରୋ ଏବଂ ଏର ଓପର ବୃଦ୍ଧି କରୋ ନା । ଏଭାବେ ଆମି ନିଜେଇ ନିଜେର ଓପର କଠୋରତା ଆରୋପ କରତେ ଚେଯେଛି ଏବଂ ତା ଆରୋପିତ ହେଁଇ ଗେଛେ । ଆର ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ବଲେଛିଲେନ : ତୁ ମି ଜାନୋ ନା ସମ୍ଭବତ ତୋମାର ବୟସ ଦୀର୍ଘାୟିତ ହବେ । ଆବଦୁଲ୍ଲାହ (ରା) ବଲେନ : ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଯା ବଲେଛିଲେନ ଆମି ସେଖାମେ ପୌଛେ ଗେଛି । କାଜେଇ ସଖନ ଆମି ବାର୍ଧକ୍ୟେ ପୌଛେ ଗେଲାମ ତଥନ ଆମାର ଆକାଙ୍କ୍ଷା ହଲୋ ଯଦି ଆମି ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ପ୍ରଦତ୍ତ ସ୍ଵବିଧା ଗ୍ରହଣ କରତାମ!

ଅନ୍ୟ ଏକ ରିଓୟାଯେତେ ବଲା ହେଁଇଛେ : “ତୋମାର ଛେଲେରେ ତୋମାର ଓପର ହକ ଆଛେ” । ଆର ଏକ ରିଓୟାଯେତେ ବଲା ହେଁଇଛେ : ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ରୋଯା ରାଖେ ସେ ରୋଯାଇ ରାଖେ ନା । ଏ କଥା ତିନି ତିନବାର ବଲେନ । ଅନ୍ୟ ଏକ ରିଓୟାଯେତେ ବଲା ହେଁଇଛେ : “ଆଲ୍ଲାହର କାହେ ସବଚାଇତେ ପଛଦନୀୟ ରୋଯା ହଚ୍ଛେ ଦାଉଦେର ରୋଯା ଏବଂ ସବଚାଇତେ ପଛଦନୀୟ ନାମାୟ ହଚ୍ଛେ ଦାଉଦେର ନାମାୟ । ତିନି ଅର୍ଦେକ ରାତ ଘୁମାତେନ ଓ ରାତରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଇବାଦତ ବନ୍ଦେଗୀ କରତେନ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାଂଶ (ଆବାର) ଘୁମାତେନ । ଆର ତିନି ଏକଦିନ ରୋଯା ରାଖତେନ ଓ ଏକଦିନ ଇଫ୍ତାର କରତେନ ଏବଂ ଦୁଶମନ ମୋକାବିଲାୟ ଆସଲେ ପେଛେ ହଟତେନ ନା ।”

ଅନ୍ୟ ଏକ ରିଓୟାଯେତେ ବଲା ହେଁଇଛେ, ଆବଦୁଲ୍ଲାହ (ରା) ବଲେନ : ଆମାର ପିତା ଏକଟି ସଞ୍ଚାର୍ତ୍ତ ପରିବାରେ ମେଯେର ସାଥେ ଆମାର ବିଯେ ଦେନ । ଆର ଆମାର ପିତା ତାଁର ପୁତ୍ରେ ଶ୍ରୀକେ ଶପଥ ନିୟେ ତାକେ ତାର ଦ୍ୱାମୀ ସମ୍ପର୍କେ ଜିଜ୍ଞାସାବାଦ କରତେନ । ଆମାର ଶ୍ରୀ ତାର ଜୀବାବେ ବଲତୋ ୫ ଖୁବ ତାଲୋ ଲୋକ, ଯେ ଏଖନୋ ଆମାର ସାଥେ ବିଚାନାୟ ଶୟନ କରେନି ଆର ଏଖନୋ ପରଦାଓ ଖୋଲେନି, ସଖନ ଥେକେ ଆମି ତାର କାହେ ଏସେଛି । ଏ ଆଲୋଚନା ଦୀର୍ଘାୟିତ ହଲେ ଆମାର ପିତା ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ପ୍ରସଂଗଟି ଉଥାପନ କରଲେନ । ତିନି ବଲଲେନ : ତାକେ ଆମାର କାହେ ପାଠିଯେ ଦାଓ । ଅତଃପର ଆମି ତାଁର ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ କରଲାମ । ତିନି ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ : ତୁ ମି କିଭାବେ ରୋଯା ରାଖୋ? ଆମି ବଲଲାମ : ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ । କୁରାନ କିଭାବେ ଖତମ କରୋ? ଜୀବ ଦିଲାମ : ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତେ । ଏରପର ତିନି ସମ୍ମତ ଘଟନା ବର୍ଣନ କରେନ, ଯା ଇତିପୂର୍ବେ ବର୍ଣିତ ହେଁଇଛେ । ଆର ଆବଦୁଲ୍ଲାହ (ରା) ତାଁର ପରିବାରେର କାଉକେ ଏକ ସଞ୍ଚାର୍ତ୍ତ ଶୁନିଯେ ଦିତେନ, ଯା ତିନି ପଡ଼ିତେନ, ଯାତେ ରାତେ ତାର ଦେବା ହାଲକା ହେଁ ଯାଯ । ଆବଦୁଲ୍ଲାହ (ରା) ସଖନ ଆରାମ କରତେ ଚାଇତେନ ତଥନ କରେକଟା ଦିନ ଗଣନା କରେ ଇଫ୍ତାର କରତେନ ଏବଂ ପରେ ସେଦିନଶୁଲିର ରୋଯା କାଯା କରେ ଦିତେନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଥେକେ ଆଲାଦା ହବାର ପର କୋନୋ କିଛୁ ପରିହାର କରାକେ ତିନି ଅପସନ୍ଦ କରତେନ ।

—١٥١— وَعَنْ أَبِي رِبْعَى حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَسِيدِيِّ الْكَاتِبِ أَحَدَ كُتُبِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَقِينِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتَ
يَا حَنْظَلَةُ ؟ قَلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ ! قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! مَا تَقُولُ ؟ قَلْتُ :
نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالجَنَّةِ وَالنَّارِ رَأَى عَيْنِ فَإِذَا خَرَجْنَا
مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأُوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَيِّسْنَا
كَثِيرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَوَاللَّهِ أَنَا لَنْلَقِي مِثْلَ هَذَا فَانْطَلَقْتُ
أَنَا وَأَبْوَبَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَلِكَ ؟ قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى الْعَيْنِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ
عِنْدَكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأُوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَيِّسْنَا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي
الذِّكْرِ لَصَافَحَتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشَكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ
سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৫১. হ্যরত আবু রিব্যী ইব্ন হান্যালা ইব্ন রাবী আল-উসাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন লেখক ছিলেন। তিনি বলেন : হ্যরত আবু বকর (রা) একদিন আমার সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ হান্যালা, আমি বললাম, হান্যালা মুনাফিক হয়ে গেছে। হ্যরত আবু বকর (রা) আশ্চর্যাবিত হয়ে বললেন, ‘সুব্হানাল্লাহ’ তুমি কি বলছ? আমি বললাম, “আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে থাকলে তিনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহানামের কথা বলে উপদেশ দেন। তখন আমরা যেন তা চোখের সামনে দেখতে পাই। কিন্তু যখন তাঁর কাছ থেকে চলে গিয়ে স্ত্রী, সন্তান ও ধন সম্পত্তির ঝামেলায় পড়ি, তখন অনেক কথাই ভুলে যাই”। হ্যরত আবু বকর (রা) বললেন, আমার অবস্থাও এইরূপ। তারপর আমি ও আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হান্যালা মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ‘সে আবার কি?’ আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার কাছে থাকলে আপনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহানামের কথা বলে উপদেশ দিয়ে থাকেন। তখন আমরা যেন তা চোখের সামনে দেখতে পাই। কিন্তু যখন আপনার কাছ থেকে চলে গিয়ে স্ত্রী, সন্তান ও ধন-সম্পত্তির ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি, তখন অনেক কথাই ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : “সেই আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি

তোমরা আমার কাছে থাকাকালীন অবস্থায় সব সময় থাকতে এবং আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকতে, তাহলে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিচানায় এবং তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সাথে মোসাফাহা (কর্মদ্বন্দ্ব) করত। কিন্তু হানযালা! (মানুষের অবস্থা) এক সময় এক রকম আরেক সময় আরেক রকম হয়ে থাকে।” তিনি এ কথা তিনবার বললেন। (মুসলিম)

١٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَالُوا أَبُوهُ إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَقْعُدُ وَلَا يَسْتَظِلُّ وَلَا يَتَكَلَّمُ وَيَصُومُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُوهٌ فَلَيَتَكَلَّمُ وَلَيَسْتَظِلُّ وَلَيَقْعُدُ وَلَيَتَمَّ صُومُهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১৫২. হযরত ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিচ্ছেন এমন সময় এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তার সম্পর্কে জিজেস করলে সাহাবীগণ বললেন : এ ব্যক্তি আবু ইসরাইল, সে পণ করেছে যে, সে রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবেও না, ছায়ায়ও যাবে না এবং কারও সাথে কথাও বলবে না, আর রোয়া রাখবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে হৃকুম দাও যেন সে কথা বলে, ছায়ায় যায়, বসে এবং তার রোয়া পূর্ণ করে। (বুখারী)

بَابُ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَعْمَالِ

অনুচ্ছেদ : দীনী কাজে নিয়মানুবর্তিতা ও সক্রিয়তা।

মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّمَا يَأْنِي لِلَّذِينَ أَمْتَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ،
وَلَا يَكُونُونَ كَالَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَطَ
قُلُوبُهُمْ - (الحديد: ١٦)

“ঈমানদার লোকদের জন্য এখনও কি সেই সময় আসেনি যে, তাদের দিল আল্লাহর যিক্র এ বিগলিত হবে, তাঁর নাযিল করা মহাসত্ত্বের সামনে অবনত হবে এবং তারা সেই লোকদের মত হয়ে যাবে না যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, পরে একটা দীর্ঘকাল তাদের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে, তাতে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছে।” (সূরা হাদীদ : ১৬)

ثُمَّ قَفِينَاعَلَى اثَارِهِمْ بِرُسْلِنَا وَقَفِينَاعَلَى بِعِينِسَىابْنِ مَرْيَمْ وَأَتَيْنَاهُ
اِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الْذِينَ أَتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً
ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبَنَا هَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِتِفَاءِ رِضْوَانِ اللَّهِ، فَمَا رَعَوْهَا حَقُّ
رِعَايَتِهَا - (الحديد: ٧٢)

“আর ঈসা ইব্ন মরিয়মকে পাঠিয়েছি এবং তাকে ইঞ্জিল কিতাব দিয়েছি। যারা সেটা মেনে চলেছে তাদের দিলে আমি দয়া ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছি। আর ‘রাহবানিয়াত’-বৈরাগ্য তারা নিজেরা উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমি ওটা তাদের ওপর ফরয করে দেইনি। কিন্তু আল্লাহর সত্ত্বে-সন্ধানে তারা নিজেরাই তা উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আর তারা যথার্থভাবে পালন করেনি।” (সূরা হাদীদ : ২৭)

وَلَا تَكُونُوا كَالْتَّى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ (النحل : ٩٢)

“আর তোমরা সেই নারীর মত হয়ে যেও না যে নিজেই খাটাখাটনি করে সূতা কেটেছে এবং পরে নিজেই সেটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।” (সূরা নাহল : ৯২)

وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيْكَ الْيَقِيْنُ۔ (الحجر : ٩٩)

“আর সেই শেষ যুক্ত পর্যন্ত তোমার রবের ইবাদত করতে থাক যার আগমন সম্পূর্ণ নিশ্চিত।” (সূরা হিজৰ : ৯৯)

١٥٣ - وَعَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ الَّيلِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَ مَا بَيْنَ صَلَةِ الْفَجْرِ وَصَلَةِ الظَّهْرِ كُتُبَ لَهُ كَائِنًا قَرَأَهُ مِنَ الَّيلِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫৩. হ্যরত উমার ইব্ন খাত্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যে ব্যক্তি রাতে তার অযীফা না পড়েই ঘুমায় অথবা কিছু বাকী রয়ে যায়, তারপর তা যুহরের মাঝখানে পড়ে নেয়, তার জন্য (ঐ সাওয়াবই) লিখে দেয়া হয় যে, সে যেন তা রাতেই পড়েছে। (মুসলিম)

١٥٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ الَّيلَ فَتَرَكَ قِيَامَ الَّيلِ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

১৫৪. হ্যরত আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র ইব্ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “হে আবদুল্লাহ! অমুক লোকের মত হয়ো না যে রাতে ইবাদাত করত। তারপর তা ছেড়ে দিয়েছে।” (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ الَّيلِ مِنْ وَجْعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫৫. হ্যরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নামায কোন অসুবিধা অথবা অন্য কোন কারণে বাদ পড়ে গেলে তিনি তার পরিবর্তে ১২ রাকা'আত নামায দিনে পড়তেন। (মুসলিম)

بَابُ فِي الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ وَأَدَابِهَا

অনুচ্ছেদ ৪ সুন্নাতের হিফায়ত ও তার আনুসংগিক বিধি বিধান পালন।

মহান আল্লাহর বাণী :

“وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا” (الحشر : ৭)

“রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা থেকে সে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলে তা থেকে বিরত থাক।” (সূরা হাশের : ৭)

“وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى” (النجم : ৪-৩)

“তিনি নিজের থেকে কিছু বলেন না। এতো অহী-যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়।”
(সূরা নাজম : ৩-৪)

“قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ”

“হে নবী! বলে দিন, তোমরা যদি (সত্যিই) আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পেষণ কর,
তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ
মাফ করে দিবেন।” (সূরা আলে ইমরান : ৩১)

“لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ” (الاجزاب : ২১)

“অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলের জীবনে এক উত্তম আদর্শ রয়েছে।” (সূরা আহাব : ১১)

“فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا” (النساء : ২০)

“না, তোমার প্রতিপালকের কসম! এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ
পর্যন্ত তারা তাদের পারম্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপারে তোমাকে বিচারক হিসাবে
মেনে না নেবে। তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কোন
বিধাবোধ করবে না এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়া।” (সূরা নিসা : ৬৫)

“فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ” (النساء : ৫৯)

“তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় তবে তাকে আল্লাহ ও
রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ ও পরিকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে
থাক।” (সূরা নিসা : ৫৯)

“مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ”

“যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করল।” (সূরা নিসা : ৮০)

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ. (الشورى : ٥٢)

“আর আপনি সঠিক সোজা পথ দেখাচ্ছেন। তা আল্লাহরই পথ।” (সূরা শুরা : ৫২)

فَلَيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ. (النور : ٦٣)

“যারা আল্লাহর হৃকুমের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত, যেন তাদেরকে কোন ফিতনা অথবা কষ্টদায়ক আয়াবে পেয়ে না বসে।” (সূরা নূর : ৬৩)

وَأَذْكُرْهُ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. (الاحزاب : ٣٤)

“(হে নবীর স্ত্রীগণ!) তোমাদের ঘরে যে আল্লাহর আয়াত ও হিক্মত আলোচনা করা হয় তা তোমরা মনে রাখ।” (সূরা আহ্�যাব : ৩৪)

١٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : دَعُونِي مَاتَرَكْتُكُمْ ؛ إِنَّمَا أَهْلُكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثُرَةً سُؤَالِهِمْ وَأَخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

১৫৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “আমি যে সব বিষয় বর্ণনা না করে তোমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছি, সে সব ব্যাপারে আমাকে ছেড়ে দাও (প্রশ্ন করো না)। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের অত্যধিক প্রশ্ন ও নবীদের ব্যাপারে মতভেদের কারণে ধর্মস্থাপ্ত হয়েছে। কাজেই আমি যখন কোন কিছু নিমেধ করি তখন তোমরা সেটা থেকে বিরত থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর হৃকুম করি, তখন সেটা যথাসাধ্য কর।” (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٧ - وَعَنْ أَبِي نَجِيْعٍ الْعَرِبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً وَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيْنُونَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَهَا مَوْعِظَةً مُوْدَعٍ فَأَوْصَنَا قَالَ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنَّ تَأْمَرُ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسْتَنِي وَسُنَّةُ الْخُلُفَاءِ وَالرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّيِّينَ عَضُُوا عَلَيْكُمْ بِالنَّوَاجِزِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمَوْهِدَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدُّ وَالترْمِذِيُّ .

۱۵۷. হযরত আবু নাজীহ ইব্রায় ইবন্ সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুনাময়ী ভাষায় আমাদের উপদেশ দিলেন। এতে আমাদের সকলের মন গলে গেল এবং চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। আমরা বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা তো বিদায়ী উপদেশের মত। কাজেই আমাদের আরও উপদেশ দিন, তিনি বললেন : আমি আল্লাহকে ভয় করার জন্য তোমদের উপদেশ দিছি আর তোমাদের ওপর হাবশী গোলামকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিলেও তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিছি। আর তোমাদের কেউ জীবিত থাকলে সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নাত এবং হেদয়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা হবে তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। এ সুন্নাতকে খুব মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাক এবং সমস্ত বিদ্যাত থেকে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেকটি বিদ্যাতই গুরুত্বপূর্ণ। (আবু দাউদ ও তিরমীয়ী)

۱۵۸- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قِيلَ " وَمَنْ أَبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

۱۵۸. হযরত আবু হুরায়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “আমার সব উচ্চত জান্নাতে যাবে। তবে যারা অস্বীকার করবে তারা যাবে না।” জিজেস করা হল ইয়া রাসূলুল্লাহ! কারা অস্বীকার করে? তিনি বললেন : “যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করল সে অস্বীকার করল।” (বুখারী)

۱۵۹- عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ وَقِيلَ أَبِي إِيَاسَ سَلْمَةَ عَمْرِو بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَمَائِلِهِ فَقَالَ : كُلُّ بِيَمِينِكَ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ : لَا اسْتَطَعْتَ ! مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

۱۵۹. হযরত আবু মুসলিম অথবা আবু আয়াস সালামা ইব্রান আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাম হাতে খেতে লাগল। তিনি বললেন : “ডান হাতে খাও।” সে বলল, আমি পারি না। তিনি বললেন, “তুমি যেন না পার।” অহংকারই তাকে এ হকুম পালনে বাধা দিয়েছিল। তারপর সে তার হাত মুখের কাছে উঠাতে পারল না। (মুসলিম)

۱۶. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَتُسْؤُنَ صَفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ - مُتَفَقَّعٌ عَلَيْهِ -

وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى إِذَا أَرَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فَرَأَ رَجُلًا بَادِيًّا صَدِرُهُ فَقَالَ : عِبَادَ اللَّهِ لِتُسْوَنَ صُفُوفُكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ -

১৬০. হয়রত আবু আবদুল্লাহ নুমান ইবন বাশীর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : “তোমরা নামায়ের কাতার সোজা কর, নতুন আল্লাহ তোমাদের চেহারার মধ্যে পারম্পরিক বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাতারগুলো সোজা করে দিতেন। এমনকি (মনে হতো) তিনি যেন এর দ্বারা তীর সোজা করছেন। আমরা এ কাজটা পূর্ণভাবে করেছি বলে তাঁর বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকীদ দিতেন। তারপর একদিন তিনি এসে নামাযে দাঁড়িয়ে তাকীর দিবেন, এমন সময় একজন লোককে দেখলেন যে, তার বুকটা কাতারের বাইরে রয়েছে। তিনি বললেন : “হে আল্লাহর বান্দারা তোমাদের কাতার সোজা করনি তো আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন।”

১৬১- عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : احْتَرِقْ بَيْتُ الْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ الْيَلِ فَلَمَّا حُدُثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَأْنِهِمْ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ النَّارَ عَدُوُّكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِنُوهَا عَنْكُمْ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

১৬১. হয়রত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মদীনায় কোন এক রাতে একটি বাড়ীতে আগুন লাগে এবং এর ফলে পরিবারের লোকদের ক্ষতি হয়। এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বলা হলে তখন তিনি বললেন : “এই আগুন হচ্ছে তোমাদের শক্তি। কাজেই তোমরা ঘুমাবার সময় এটাকে নিভিয়ে দাও।” (বুখারী ও মুসলিম)

১৬২- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثْنَاهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِيلَتُ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبٌ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسُ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقُوا وَرَعُوا وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تَمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلٌ مَنْ فَقَهَ فِي دِيْنِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثْنَاهُ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلِمَ وَمَثَلٌ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلَتْ بِهِ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

১৬২. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমাকে যে আল্লাহ জ্ঞান ও সঠিক পথসহ পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ বৃষ্টির মত। বৃষ্টির পানি কোনো জমিতে পড়লে জমির ভাল অংশ তা চুবে নেয় এবং বহু নতুন ও তাজা ঘাস জন্মায়। জমির আর এক শুকনো অংশ যাতে বৃষ্টির পানি আটকে থাকে এবং আল্লাহ তার দ্বারা মানুষের উপকার করেন। তারা সেখানে পানি থেকে পান করে এবং তা দিয়ে জমিতে সেচ দেয় ও ফসল উৎপন্ন করে। জমির আর এক অংশ ঘাসহীন অনুর্বর এলাকা, যেখানে পানিও আটকায় না, ঘাসও হয় না। এটা হচ্ছে সেই লোকের উদাহরণ যে, আল্লাহর দীনের গভীর জ্ঞান লাভ করে এবং মহান আল্লাহ যা কিছু দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন তা থেকে উপকৃত হয়। সে নিজেও জ্ঞান লাভ করে এবং অপরকেও জ্ঞান দান করে। আর শেষোক্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তির যে দীনের জ্ঞানের দিকে ফিরেও তাকায় না এবং আল্লাহর যে বিধান দিয়ে আমাকে পাঠান হয়েছে তা সে গ্রহণ ও করে না। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৩-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِيْ
وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْ قَدْ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبَ وَالْفَرَاشَ يَقْعُنَ فِيهَا
وَهُوَ يَذْبَهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا أَخِذُ بِحُجْرِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تُفْلِثُونَ مِنْ
يَدِيْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৬৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “আমার এবং তোমাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালানোর পর ফড়িং ও অন্যান্য জীব তাতে পড়ে এবং সে ও গুলোকে বাধা দিতে থাকে। আর আমিও তোমাদের কোমর ধরে আছি যাতে তোমরা আগুনে না পড়, কিন্তু তোমরা আমার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছ।” (মুসলিম)

১৬৪-عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِلْعَقِ الأَصَابِعِ
وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ الْبَرَكَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -
وَفِي رِوَايَةِ لَهُ : إِذَا وَقَعْتُ لُقْمَةً أَحَدُكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلَيُمْطِ مَا كَانَ بِهَا
مِنْ أَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ
أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَأَيْدِرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ -

وَفِي رِوَايَةِ لَهُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدُكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى
يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدُكُمْ اللُّقْمَةُ فَلَيُمْطِ مَا كَانَ بِهَا أَذَى
فَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ -

১৬৪. হ্যরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙুল ও থালা (খাওয়ার পর) চেটে খেতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন : “তোমরা জান না কোন স্থানে রবকত রয়েছে।” (মুসলিম)

মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় আছে, তোমাদের কারও খাবারের কোন লোক্মা পড়ে গেলে সে যেন তা উঠিয়ে নেয় এবং তার ময়লা পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়। আর আঙুল চেটে না খাওয়ার সময়ও সে হায়ির হয়। কাজেই তোমাদের কারও কোন লুক্মা পড়ে গেলে, তার ময়লা পরিষ্কার করে খেয়ে ফেল উচিত এবং শয়তানের জন্য রেখে দেয়া উচিত নয়।

١٦٥ - عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ : يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُحْشَرُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حُفَّةً عَرَاءً غُرَلًا كَمَا يَدَانَا أَوْلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ، أَلَا وَإِنَّ أَوْلَ الْخَلَائِقِ يُكَسِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَلَا وَإِنَّهُ سَيِّجَاءُ بِرْجَالِ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبَّ أَصْحَابِيْ فَيُقَالُ : إِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا أَحَدَثَوْ بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمْتُ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمُ ” فَيُقَالُ لِيْ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتُهُمْ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

১৬৫. হ্যরত ইব্রাহিম আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন : “হে লোকেরা! তোমাদেরকে আল্লাহর সামনে খালি পায়ে, উলংগ শরীরে এবং খাত্না বিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে।” মহান আল্লাহ বলেছেন : “যেমন করে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, তেমন করে আবার সৃষ্টি করব। এটা আমার ওয়াদা। আমি এ ওয়াদা পূরণ করব।” জেনে রাখ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে কাপড় পরান হবে। সাবধান! আমার উচ্চাতের কিছু লোককে এনে বাম দিকে (দোয়খের দিকে) ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলল, হে আমার প্রতিপালক! এতো আমার সাহায্যি। তখন বলা হবে, তুমি জান না যে তোমার পর এরা কি কি নতুন কাজ করেছে। আমি তখন হ্যরত ঈসা (আ)-এর মত বলব, আমি যতকাল তাদের মধ্যে ছিলাম তাদের ওপর সাক্ষ্য দানকারী হয়েই ছিলাম ----।” (সূরা মায়দা, ৪: ১১৭-১১৮) তখন আমাকে বলা হবে, তাদের কাছ থেকে তুমি যখন বিদায় নিয়েছ তখন থেকে তারা তোমার দীন ছেড়ে দূরে সরে গিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ اللَّهِ مُفَضِّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدُ وَلَا يَنْكِأُ الْعَدُوَّ ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السَّنَ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ قَرِيبًا لِابْنِ مُغَفِلٍ حَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَحِسِّنُ صَيْدًا ثُمَّ عَادَ فَقَالَ أَحَدُهُنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ عَدْتُ تَخْدِفُ إِلَّا أَكْلَمُكَ أَبَدًا -

১৬৬. হযরত আবু সাউদ আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাথরের টুকরা শাহাদাত আঙুল ও বৃদ্ধাঙ্গুলের মাঝখানে রেখে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এ কাজে কোন শিকারও মারা পড়ে না, দুশমনও শেষ হয় না। বরং এটা চোখ ফুঁড়ে দেয় এবং দাঁত ভেংগে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্যএক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে : আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফালের এক নিকটাত্তীয় কাউকে পাথর মেরেছিল। আবদুল্লাহ (রা) নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এভাবে শিকার মরে না। ঐ ব্যক্তি পুণর্বার একই কাজ করে। এতে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন : “আমি তোমাকে বলছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন তবুও তুমি মারছো। আমি তোমার সাথে কথনো কথা বলবো না।”

১৬৭- عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقْبِلُ الْحَجَرَ (يَعْنِي الْأَسْوَدَ) وَيَقُولُ : إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرَ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَصْرُوْلُوا أَنِّي رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقْبِلُكَ مَا قَبْلَكَ - مُتَفَقُّعٌ عَلَيْهِ -

১৬৭. হযরত আবিস্ত ইব্ন রাবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উমার ইব্ন খাতাব (রা)-কে হাজরে আস্বাদ (কাঁবা ঘরের সাথে লাগানো কাল পাথর) ছয় দিতে দেখেছি। তিনি বলতেন, আমি জানি যে, তুমি একখন পাথর মাত্র, তুমি কোন উপকার করতে পার না ও অপকার করতে পার না, আমি যদি তোমাকে ছয় দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে ছয় দিতাম না। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فِي وُجُوبِ الْإِنْقِيَادِ لِحُكْمِ اللَّهِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ دُعِيَ إِلَى ذَلِكَ وَأَمْرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٍ عَنِ مُنْكَرٍ -

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর হকুমের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَاجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسِّلُمُوا تَسْلِيمًا - (النساء : ৬৫)

“না তোমার অতিপালকের কসম, তারা ঈমানদারই নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আপনাকে তাদের পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসাকারী হিসাবে মেনে না নেয়। তারপর আপনি যে রায়

দেবেন তারা সে সম্পর্কে মনে কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ বোধ করবে না এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা মেনে নিবে।” (সূরা নিসা : ৬৫)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَنْ يُقْرَأُوا : سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا أَوْ لَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - (النور : ৫১)

“মু’মিনদের মধ্যে কোন ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহ্বান জানান হয়, তখন তারা এই কথাই বলে যে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আর এসব লোকই কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।” (সূরা নূর : ৫১)

١٦٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَّلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَإِنْ تُبَدِّلُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أُوتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ أَلْيَهَا اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْ رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكْبَ فَقَالُوا : أَئِ رَسُولُ اللَّهِ كُلَّفْنَا مِنْ أَعْمَالِ مَا نُطِيقُ : الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْأِيَّةُ وَلَا نُطِيقُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ؟ بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ وَذَلَّتْ بِهَا الْسِنَتُهُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي إِثْرِهَا : أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ; كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكَتُبِيهِ وَرَسُلِهِ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رَسُلِهِ ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ” فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ” لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَلْنَا ” قَالَ نَعَمْ : رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ” قَالَ نَعَمْ : رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ” قَالَ نَعَمْ : ” وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا ، أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِيْنَ ” قَالَ نَعَمْ - روأه مُسْلِمٌ -

১৬৮. হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সূরা বাকারার শেষ রূকুর প্রথম আয়াতটি নাযিল হল, তা

سَاهَبِيَّةِ الْمُنْجَدِلَةِ وَالْأَرْضِ “আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে তা সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য। তোমাদের মর্নের কথা প্রকাশ কর বা গোপন রাখি আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন।” সাহাবীগণ তখন রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে নতজানু হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের সাধ্যানুযায়ী নামায, জিহাদ, রোয়া, সাদাকা ইত্যাদি কাজগুলো আমাদের ওপর চাপানো হয়েছে অথচ আপনার উপর এই আয়াত নাফিল হয়েছে আর আমরা তা করার ক্ষমতা রাখি না । রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমাদের পূর্বে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা যেমন বলেছিল, আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম, তোমরাও কি তেমনি বলতে চাও? তোমরা বরং এ কথা বল, سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا “শুনলাম এবং মেনে নিলাম, তোমার (অর্থাৎ আল্লাহর) কাছে ক্ষমা চাই হে প্রভু! আর তোমারই নিকট ফিরে যেতে হবে।” লোকেরা যখন এ আয়াতটি পড়ল এবং তাদের জিহ্বা আনুগত্য করল, তখন আল্লাহ উক্ত আয়াতের পর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাফিল করলেন : أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مَنْزِلَهُ “মহান আল্লাহর নিকট তাঁর রবের কাছ থেকে যা কিছু নাফিল করা হয়েছে তার প্রতি রাসূল ও মু’মিনগণ ঈমান এনেছে। তারা সবাই আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার নিকট ক্ষমা চাই, আর আপনার নিকটেই তো ফিরে যেতে হবে।”

যখন সাহাবীগণ এসব করলেন তখন আল্লাহ উক্ত আয়াতের হৃকুম পরিবর্তন করে দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত নাফিল করলেন : يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا لِّغَيْرِهِ “আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না। তার জন্য তাঁর কাজের সাওয়াব রয়েছে এবং শান্তিও রয়েছে। (তারা বলে) “হে আমাদের প্রভু! আমরা ভুলক্রটি করে থাকলে সেজন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করবে না।” মহান আল্লাহ বলেন, আচ্ছা তাই হবে। তারা বলে, “হে আমাদের প্রভু! আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর যেমন তুমি (কঠিন হৃকুমের) বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলে তেমন কোন বোঝা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিবেন না।” মহান আল্লাহ বলেন, আচ্ছা তাই হবে। তারা বলে, “হে আমাদের প্রভু! আমাদের ওপর এমন কোন দায়িত্বভার দিবেন না যা পালন করার শক্তি আমাদের নেই। আর আমাদের গুনাহের কালিমা মুছে দিন। আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন, আমাদের ওপর দয়া করুন। আপনিই তো আমাদের অভিভাবক। কাজেই কাফিরদের উপর আমাদের বিজয়ী করুন।” আল্লাহ বলেন, “আচ্ছা তাই হবে।” (মুসলিম)

بَابُ فِي النَّهِيِّ عَنِ الْبِدْعَ وَمَحَدُّثَاتِ الْأَمْرِ

অনুচ্ছেদঃ বিদ্যাত ও দীনের মধ্যে নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন ও প্রচলন নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহর বাণী :

“فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ” - (যোনস : ২২)

“হক কথার পর আর সবই ভাস্তি।” (সূরা ইউনুস : ২২)

"مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِنْ شَيْءٍ"- (الأنعام : ۸)

"আমি এ কিতাবে কোন কিছু বাদ দেইনি।" (সূরা আন'আম : ۸)

"فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ"- (النساء : ۵۹)

"যদি তোমরা কোন ব্যাপারে পরম্পর মতবিরোধ কর তবে সে ব্যাপারটা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।" (সূরা নিসা : ۵۹)

"وَإِنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنْبِغِي السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

عَنْ سَبِيلِهِ"- (الأنعام : ۱۰۳)

"আর আমার এই রাস্তা সরল ও মজবুত, কাজেই তোমরা এই রাস্তায়ই চল। এছাড়া অন্য সব রাস্তায় চলো না, তা তোমাদেরকে তাঁর রাস্তা থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।"

(সূরা আন'আম : ۱۵۳)

"قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي"- (آل عمران : ۲۱)

"তুমি বলে দাও : তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ।"

(সূরা আলে ইমরান : ۳۱)

۱۶۹- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسْكِنُ مَنْ أَحْدَثَ فِيْ
أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ

۱۶۹. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের ব্যাপারে এমন নতুন কিছু সৃষ্টি করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী ও মুসলিম)

۱۷. وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسْكِنُ إِذَا خَطَبَ
اَحْمَرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلَّ صَوْتُهُ وَأَشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذُرٌ جَيْشٌ يَقُولُ
صَبَّحْكُمْ وَمَسَّاْكُمْ، وَيَقُولُ، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتِينْ "وَيَقْرُنُ بَيْنَ
إِصْبَاعِيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ" أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ
وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَذِي مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَشَرُّ الْأُمُورِ مَحْدُثَتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" ثُمَّ
يَقُولُ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِي مَنْ تَرَكَ مَا لَأَ فَلَأْهُلُهُ وَمَنْ تَرَكَ دِينَا
أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَى وَعَلَى" - رَوَادُ مُسْلِمٍ

১৭০. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বক্তৃতা দিতেন তখন তাঁর চোখ দু'টি লাল হয়ে যেত, তাঁর আওয়াজ বড় হয়ে যেত এবং তাঁর রাগ বৃদ্ধি পেত যেন তিনি কোন সেনাবাহিনীকে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন : “আল্লাহ তোমাদের সকাল-সন্ধ্যায় ভাল রাখুন।” তিনি আরও বলতেন, “আমাকে কিয়ামাতসহ এভাবে পাঠানো হয়েছে।” এ কথা বরে তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনি অঙ্গুলি মিশাতেন। তিনি আরও বলতেন, “অতঃপর সবচেয়ে ভাল কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর সবচেয়ে ভাল আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। আর (দীনের ব্যাপারে) নতুন বিষয়গুলো (অর্থাৎ নতুন বিষয় সৃষ্টি করা) সবচেয়ে খারাপ। আর সব বিদ্যাতই ভাস্তি।” তারপর তিনি বলতেন : “আমি প্রত্যেক মু’মিনের জন্য তার নিজের চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে যায় তা তার পরিবারবর্ণের জন্য। আর যে ব্যক্তি কোন খণ্ড অথবা অসহায় সন্তান রেখে যায় তার দায়িত্ব আমারই ওপর।” (মুসলিম)

بَابُ مَنْ سَنَ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً

অনুচ্ছেদ : ভাল কিংবা মন্দ পছন্দ উত্তীর্ণ।

আল্লাহ তা’য়ালার বাণী :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرْةً أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقْيِنَ إِمَامًا۔ (الفرقان : ৭৪)

“আর যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের এমন স্তুতি দান কর যাদেরকে দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়।” (সূরা ফুরকান : ৭৪)

وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ (الأنبياء : ৭৩)

“আমি তাদেরকে (নবীগণকে) নেতা হিসেবে নিযুক্ত করেছি। তারা আমার হুকুম অনুযায়ী হিদায়াত করতো।” (সূরা আবিয়া : ৭৩)

১৭১- عَنْ أَبِي عَمْرِيْو جَرِيرِبِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا فِي
صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عَرَأَةُ مُجْتَابِي النَّمَارِ أَوْ
الْعَبَاءِ مُتَقْلِدِي السَّيِّوْفِ ، عَامَتْهُمْ مِنْ مُضَرِّبِلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرِّ ، فَتَمَعَرَّ
وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَا
فَأَدْنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى أَخِرِ الْأَيَّةِ ” إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ” وَأَلَيْهِ الْأَخْرَى
الَّتِي فِي أَخِرِ الْحَشْرِ ” يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْظُرْ نَفْسَ ” مَا

قَدْمَتْ لِغَدِّ " تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ ، مَهْنُ ثُوْبِهِ وَ مَنْ صَاعَ
بُرْرَةً مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ : وَلَوْبِشَقْ تَمْرَةٌ " فَجَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ
بِصُورَةٍ كَادَتْ كَفَهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى
رَأَيْتَ كَوْمِينْ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَهَلَّ
كَائِنَهُ مُذْهَبَةً " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ سَنَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنْنَةً حَسَنَةً فَلَهُ
أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ
سَنَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنْنَةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ
مِنْ خَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ " - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৭১. হ্যরত জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা কোন একদিনের প্রথম ভাগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম। তখন একদল লোক তাঁর কাছে এল। তাদের শরীর ছিল উলংগ। চট কিংবা আ'বা পরিহিত ছিল তারা। তরবারীও তাদের সাথে লাগান ছিল। তারা সবাই ছিল মুদার বংশের লোক। তাদের দারিদ্র্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারকের রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তারপর তিনি ঘরের ভেতর গেলেন। পরে বের হয়ে হ্যরত বেলাল (রা)-কে আযান দিতে বললেন। হ্যরত বিলাল (রা) আযান ও ইকামাত দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করে এক ভাষণে বললেন : “হে জনগণ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন। আর উভয় থেকে অনেক পুরুষ ও নারী ছাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরম্পর নিজ নিজ অধিকার দাবী কর। আর তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বিরত থাক। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখেন” (সূরা নিসা : ১)। তিনি সূরা হাশেরের শেষের দিকের নিম্নোক্ত আয়াতটি ও পড়লেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য রাখে যে, সে আগামী দিনের (আখিরাতের) জন্য কি ব্যবস্থা করে রেখেছে। তোমরা আল্লাহকেই ভয় করে চল। তোমরা যা করছ আল্লাহ তার খবর রাখেন” (তারপর তিনি বললেন) প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যেন সে তার দীনার (স্বর্গমুদ্রা) তার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) তার কাপড়, তার গম এবং তার খেজুর থেকে দান করে। তিনি এমনকি এ কথাও বলেন যে, এক টুকরো খেজুর হলেও তা দান কর। এরপর একজন আনসারী এক থলে খেজুর নিয়ে এল। থলেটি বয়ে আনতে তার হাত অক্ষম হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল বরং অক্ষমই হয়ে পড়েছিল। তারপর লোকেরা একের পর এক দান করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমি কাপড় ও খাদ্যের দুটি স্কুল দেখতে পেলাম। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক চেহারার নূর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তা যেন সোনালী রংয়ে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল নিয়মের প্রচলন করে সে তার বিনিময় পাবে এবং তারপরে যারা সে নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে তাদের বিনিময়ও সে পাবে। কিন্তু এতে তাদের বিনিময় কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ নিয়ম চালু করে তার ওপর এর (গুনাহের) বোৰা চেপে বসবে এবং তারপরে যারা সে নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে তাদের বোৰা ও তার উপর গিয়ে পড়বে। কিন্তু তাদের বোৰা কিছুমাত্র কম হবে না। (মুসলিম)

۱۷۲ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ أَوْلَى كِفْلًا مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوْلُ مَنْ سَنَ الْقَتْلَ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

১৭২. হ্যরত ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যে ব্যক্তিই অন্যায়ভাবে নিহত হবে তার বস্তপাতের দায়িত্ব হ্যরত আদম (আ)-এর প্রথম হত্যাকারী সন্তানের (কাবীল) উৎসর্পণ পড়বে। কারণ সেই প্রথম ব্যক্তি যে হত্যার নিয়ম চালু করেছে। (বুখারী ও মুসলিম);

بَابُ فِي الدُّلَالَةِ عَلَى حَيْرٍ وَالدُّعَاءِ إِلَى هُدًى أَوْ ضَلَالٍ

অনুচ্ছেদ : কল্যাণের পথ দেখান এবং সঠিক অথবা ভাস্ত পথের দিকে ডাক দেয়া।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ - (القصص : ۸۷)

“তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাক দাও।” (সূরা কাসাস : ৮৭)

أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَسَنَةِ - (النحل : ۱۲۵)

“তুমি তোমার রবের পথের দিকে সুকৌশলে ও সদুপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর।”
(সূরা নাহল : ১২৫)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى - (المائدة : ۲)

“তোমরা সত্কাজ ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে পরম্পর সাহায্য কর।” (সূরা মায়দা : ২)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ - (آل عمران : ۱۰۴)

“তোমাদের তেতরে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে যারা কল্যাণের দিকে ডকাতে থাকবে।” (সূরা আলে ইমরান : ১০৮)

۱۷۳ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ وَالْأَنْصَارِيِّ الْبَذْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ -

রোাহ মুসলিম -

১৭৩. হ্যত আবু মাসউদ উকবা ইবন আমর আল-আনসারী বাদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যে ব্যক্তি কোন ভালোর পথ দেখায় সে ঠিক ততটা বিনিময় পায় যতটা বিনিময় ঐ কাজ সম্পাদনকারী নিজে পায়।” (মুসলিম)।

১৭৪- وَعَنْ أَبِي هُرَيْثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى هَذِهِ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْوَرِ مَنْ تَبَرَّهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئاً وَمَنْ دَعَا إِلَى سَلَالَةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَنِ مِثْلُ أَثَامِ مَنْ تَبَرَّهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَثَامِهِمْ شَيْئاً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৭৪. হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে ডাক দেয় তার জন্য এ পথের অনুসারীদের বিনিময়ের সমান বিনিময় হবে। এতে তাদের বিনিময় কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ভাস্তপথের দিকে ডাকে তার উক্ত পথের অনুসারীদের গুনাহের সমান গুনাহ হবে। এতে তাদের গুনাহ কিছুমাত্র কম হবে না। (মুসলিম)

১৭৫- عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْرٍ : لَا يُغْطِينَ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدَارَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهَ عَلَى يَدِيهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ " فَبَاتَ النَّاسُ يَدْوُكُونَ لِيَلْتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطِاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُوُ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ : أَيْنَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؟ فَقَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ " فَأَتَى بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَاهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجْعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّأْيَةَ فَقَالَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ فَقَالَ أَنْفَذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ فَوَاللَّهِ لَاَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعْمَ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

১৭৫. হযরত আবুল আকবাস সাহল ইবন সা'দ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার যুদ্ধের দিন বলেন : “আমি নিচয়ই আগামীকাল এই পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দিব যার হাতে আল্লাহ বিজয় দিবেন। সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও তাঁকে ভালবাসেন। লোকেরা রাতভর চিন্তা-ভাবনা ও আলাপ আলোচনা করতে লাগল যে, কাকে এই পতাকা দেয়া হবে। সকালবেলা তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সেই পতাকা পাওয়ার আশায় এলেন। তিনি বললেন : “আলী ইবন আবু তালিব কোথায়?” বলা হল ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি চোখের রোগে ভুগছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তাঁর কাছে লোক পাঠাও।” তারপর তাকে আনা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চেখে থুথু দিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করলেন। তিনি এতে এমন আরোগ্য লাভ করলেন যেন কোন রোগই তার ছিল না। হযরত আলী (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! দুশ্মনরা আমাদের মত (মুসলিমান) না হওয়া পর্যন্ত আমি কি তাদের সাথে লড়াই করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : “তুমি তাদের এলাকায় না পৌঁছা পর্যন্ত অগ্রসর হতে থাকবে। তারপর তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে এবং আল্লাহর হক আদায় করার ব্যাপারে তাদের করণীয় কাজ জানিয়ে দেবে। আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে মহান আল্লাহ কোন একজন লোককে হিদায়াত দিলে সেটা তোমার জন্য (মূল্যবান) লাল উটের চেয়ে ভাল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٦- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فَتَّىً مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْفَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيْ مَا أَتَجَهْزُ بِهِ؟ قَالَ أَنْتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ : أَعْطِنِيْ الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ فَقَالَ يَا فُلَانَةً أَعْطِنِيْ الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، وَلَا تَحْبِسِيْ مِنْهُ شَيْئًا فَوَا اللَّهِ لَا تَحْبِسِيْ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৭৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম বৎশের জনৈক যুবক বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জিহাদ করতে চাই, কিন্তু প্রস্তুতি নেবার মত আমার কিছুই নেই। তিনি বললেন : “তুমি অমুক লোকের নিকট যাও। সে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যুবকটি তাঁর কাছে গিয়ে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তুমি যা কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছ তা আমাকে দিয়ে দাও। সে ব্যক্তি বললঃ হে অমুক (মহিলা!) একে আমার সবকিছু সরঞ্জাম দিয়ে দাও এবং কোন কিছু রেখে দিও না। আল্লাহর কসম তোমরা তার কোন কিছু রেখে না দিলে এতে আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিবেন। (মুসলিম)

بَابُ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبَرِّ وَالثَّقْوِيِّ

অনুচ্ছেদ ৪ : নেকী ও আল্লাহ ভীতিমূলক কাজে পারম্পরিক সহযোগিতা ।

মহান আল্লাহর বাণী :

”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالثَّقْوِيِّ“ (المائدة : ٢)

“তোমরা নেকী ও আল্লাহ ভীতিমূলক কাজে পরম্পরের সহযোগিতা কর ।” (সূরা মায়িদা : ২)

وَالْعَمَرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْنَةِ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلَحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ كَلَامًا
مَعْنَاهُ : إِنَّ النَّاسَ أَوْ أَكْثَرَهُمْ فِي غَفْلَةٍ عَنْ تَدْبِيرِ هَذِهِ السُّورَةِ -

“সময়ের কসম! নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু ঐসব লোক ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, একে অপরকে হকের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অপরকে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিয়েছে” - (সূরা আস্র : ১, ২, ৩)। ইমাম শাফিসৈ (র) বলেন, মানুষ অথবা অধিকাংশ মানুষ সূরাটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না। এ ব্যাপারে তারা আতঙ্গে হয়ে রয়েছে।

177- عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهْنَىِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَزَ غَازِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْغَرَأَ ، وَمَنْ خَلَفَ
غَازِيًّا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَرَأَ - مُتَفَقُّعٌ عَلَيْهِ -

১৭৭. হযরত আবদুর রহমান যায়েদ ইবন খালিদ আল-জুহনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : “যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে জিহাদের পরিবার-পরিজনের সাথে তার অনুপস্থিতিতে কল্যাণকর ব্যবহার করল, সেও যেন জিহাদ করল।” (বুখারী ও মুসলিম)

178- عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ
بَعْثًا إِلَى بَنِي لِحْيَانَ مِنْ هُذِيلٍ فَقَالَ لِيَنْبَعِثُ مِنْ كُلِّ رَجُلٍ يُنْ أَحْدَهُمَا
وَأَلْجُرُ بَيْنَهُمَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৭৮. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদৰী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যাইল গেত্রের শাখা লেহিয়ান গেত্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বললেন : প্রত্যেক (পরিবারের) প্রতি দুই ব্যক্তির মধ্যে অন্ততঃ এক ব্যক্তি যেন জিহাদে যোগদান করে। এক্ষেত্রে তাদের উভয়কেই প্রতিদান দেয়া হবে। (মুসলিম)

۱۷۹- عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ رَحْبَةً
بِالرُّوحَاءِ فَقَالَ : مَنِ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ :
رَسُولُ اللَّهِ " فَرَفَعَتْ لَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيَّاً فَقَالَتْ : أَهِذَا حَجُّ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
وَلَكَ أَجْرٌ " - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

۱۷۹. হযরত ইব্ন আবু আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাওহা নামক স্থানে একদল অশ্বারোহীর সাথে মিলিত হলেন। তিনি জিজেস করলেন : তোমরা কারা ? তারা বলল : আমরা মুসলমান। তারা জিজেস করল, আপনি কে ? তিনি উত্তরে বললেন : রাসূলুল্লাহ- আল্লাহর রাসূল। অতঃপর জনেক মহিলা একটি শিশুকে তাঁর সামনে উঁচু করে ধরে জিজেস করল, এ শিশুও কি হজ্জ করতে পারবে ? তিনি উত্তরে বললেন : হাঁ এবং সাওয়াবটা তুমি পাবে। (মুসলিম)

۱۸۰- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ رَحْبَةً
الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفَذُ مَا أَمْرَبَهُ فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُؤْفَرًا طَيِّبَةً
بِهِ نَفْسَهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَمْرَلَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ - مُتَقَوِّلَةً عَلَيْهِ -

۱۸۰. হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : মুসলমান কোষাধ্যক্ষ হচ্ছে একজন আমানতাদার ব্যক্তি, তাকে যা নির্দেশ দেয়া হয় সে তা কার্যকর করে, অতঃপর সে স্বেচ্ছায় ও সন্তোষ সহকারে তা (সাদাকা যাকাত) পূর্ণরূপে আদায় করে, তারপর তা যার কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ তাকে দেয়া হয় তা তার কাছে অর্পণ করে। এ ব্যক্তিও (তার কর্তব্য পালনের জন্য) সাদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে : সেও দু'জন সাদাকাকারীর একজন গণ্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فِي النُّصِيبَةِ

অনুচ্ছেদ : নসীহত (উপদেশ ও কল্যাণ কামনা) সম্পর্কে।

মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوهُا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ - (الحجرات : ۱۰) -

“মুসলিমগণ পরম্পরের ভাই। অতএব, তোমাদের ভাইদের পারম্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে সংশোধন করে নাও।” (সূরা হজুরাত : ১০)

إِخْبَارًا عَنْ نُوحٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ رَحْبَةً - (الأعراف : ۶۲) -

(আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘটনা প্রসংগে বলেন : “আমি (নূহ) তোমাদের কাছে আমার প্রত্ন পর্যগামসমূহ পেঁচিয়ে দিয়ে থাকি) “আমি তোমাদের কল্যাণকারী।” (সূরা আরাফ : ৬২)

وَعَنْ هُودٍ ﷺ وَأَنَّا لَكُمْ تَاصِحُّ أَمِينٌ - (الْأَعْرَافُ : ٦٨)

(হ্যরত হৃদ আলাইহি সাল্লামের ঘটনা প্রসংগে বলেন : আমি (হৃদ) তোমাদের কাছে আমার প্রভুর পয়গামসমূহ পৌঁছিয়ে দেই,) “আমি তোমাদের বিশ্বস্ত কল্যাণকামী”। (সূরা আরাফ : ৬৮)

١٨١- عَنْ أَبِي رَقْبَةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَالرَّسُولِ ﷺ وَلِإِيمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامِتْهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৮১. হ্যরত আবু রচকাইয়া তামীম ইবন ওস আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন । “মৈন (ইসলামের মূল কথা) হচ্ছে জনগণের কল্যাণ কামনা করা।” আমরা জিজেস করলাম, কার জন্য? তিনি বললেন । মহান আল্লাহ তাঁর কিতাব, তার রাস্ল, মুসলমানদের, ইমাম (নেতা) এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য। (মুসলিম)

١٨٢- عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوْةِ وَالنُّصْحِ إِكْلُ مُسْلِمٍ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

১৮২. হ্যরত জারীর ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করা ও সঠিক উপদেশ দেয়ার শপথ (বায'আত) ধ্রহণ করলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٣- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِآخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

১৮৩. হ্যরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন । “তোমাদের কেউই পূর্ণ দ্বিমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পদ্ধন না করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে”। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ أَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ

অনুচ্ছেদ : ন্যায়কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ।

মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَا تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَئِنْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - (الْعِمَرَانَ : ١٠٤)

“তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা (মানুষকে) কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে ডাকবে, ন্যায় ও সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই কৃতকার্য হবে”। (সূরা আলে ইমরান : ১০৮)

**كُنْتُمْ خَيْرًا مِّنْ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ- (آل عمران : ۱۶۸)**

“তোমরাই সর্বোত্তম দল, তোমদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে”। (সূরা আলে ইমরান : ১৬৮)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِيلِينَ - (الاعراف : ۱۹۹)

“ন্যূনতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের এড়িয়ে চল”। (সূরা আ'রাফ : ১৯৯)

**وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءَ بَعْضٍ بِإِيمَانِهِمْ أَوْ لِيَاءَ بَعْضٍ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ- (التوبة : ۷۱)**

“মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোক পরম্পরের বন্ধু ও সাথী। এরা যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।” (সূরা তাওবা : ৭১)

**لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُدَ وَعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوَّهُ
لِبِسْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ- (المائدة : ۷۹-۷۸)**

“বনী ইসরাইলদের মধ্য থেকে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি দাউদ ও ঈসা ইব্ন মরিয়মের মুখ দিয়ে অভিশাপ করা হয়েছে। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাঢ়াবাঢ়ি শুরু করেছিল। তারা পরম্পরকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল। অত্যন্ত জঘন্য কর্মনীতিই তারা অবলম্বন করেছিল।” (সূরা মায়দা : ৭৮, ৭৯)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِيَكْفُرْ- (الكهف : ۲۹)

“স্পষ্টভাবে বলে দিন, এ মহাসত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে। এখন যার ইচ্ছা মেনে নেবে, আর যার ইচ্ছা অমান্য করবে।” (সূরা কাহফ : ২৯)

فَاصْنَدْعُ بِمَا تُؤْمِرُ- (الحجر : ۹۴)

“কাজেই হে নবী! যে জিনিসের হুকুম আপনাকে দেয়া হচ্ছে তা উচ্চকণ্ঠে বলে দিন।” (সূরা হিজ্র : ৯৪)

أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخْذَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيْتِنَا^{بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} - (الاعراف : ۱۶۵)

“আমরা এমন লোকদের মুক্তি দিলাম যারা খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকত, আর যারা যালেম ছিল তাদেরকে তাদেরই বিপর্যয়মূলক কাজের জন্য কঠিন আধাৰ দিয়ে পাকড়াও কৱলাম”। (সূরা আ’রাফ : ۱۶۵)

۱۸۴ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغِيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَسْأَلْهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৮৪. হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগে) বন্ধ করে দেয়। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের (কথার) দ্বারা তা বন্ধ করে দেয়। যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে যেন অন্তরের দ্বারা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আর এটা হল ঈমানের দুর্বলতম এবং নিম্নতম স্তর। (মুসলিম)

۱۸۵ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعْثَةَ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابَ يَأْخُذُونَ بِسُنْتَهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْوَفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمِرُونَ فَمَنْ جَاهَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرَدْلٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৮৫. হযরত ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আমার পূর্বে কোন জাতির কাছে যে নবীকেই পাঠানো হয়েছে, তাঁর সহযোগিতার জন্য তাঁর উম্মাতের মধ্যে এক দল সাহায্যকারীও থাকত। তারা তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরত এবং তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করত। এদের পরে এমন কিছু লোকের উদ্দ্বেষ্ট হল তারা যা বলত তা নিজেরা করত না এবং এমন কাজ করত যা করার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়নি। এতএব, এ ধরনের লোকের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) জিহাদ করবে, সে মু’মিন। যে মুখ দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু’মিন। আর যে অন্তর দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু’মিন। এরপর আর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমানের স্তর নেই। (মুসলিম)

١٨٦ - عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بِأَيْغُنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالظَّاهِرَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمُنْشَطِ
وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أُثْرَةِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنَّ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا
بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ، وَعَلَى أَنْ تَقُولُ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا
لَأَنَّخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَا يُؤْمِنُ . مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

১৮৬. হযরত আবুল ওয়ালীদ উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার, দুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক সর্বাবস্থায় আনুগত্য করার এবং নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগাধিকার প্রদানের শপথ (বায়'আত) গ্রহণ করেছি। আমরা আরো শপথ গ্রহণ করেছি : যোগ্য ও উপযুক্ত শাসকের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিঙ্গ হব না। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) : হাঁ, যদি তোমরা তাকে স্পষ্টভাবে ইসলাম বিরোধী কাজে লিঙ্গ দেখ, যে সম্পর্কে তোমাদের কাছে আল্লাহর দেয়া কোন দলীল-প্রমাণ রয়েছে (তবে তোমরা তার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে লিঙ্গ হতে পার) এবং আমরা আরো শপথ গ্রহণ করেছি : আমরা যেখানেই থাকি না কেন, সর্বাবস্থায় হকের (সত্য-ন্যায়ের) কথা বলব। আল্লাহর (বিধান মত জীবন যাপনের) ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা ও তিরক্কারের পরওয়া করব না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٧ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهْمُوا عَلَى سَفِينَةٍ
فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا
مِنَ الْمَاءِ مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا
وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُ هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخْذُوا عَلَى
أَيْدِيهِمْ وَتَجَوَّلُ جَمِيعًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১৮৭. হযরত নুমান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী ও সীমা অতিক্রমকারীর দৃষ্টিভঙ্গ হলঃ একদল লোক লটারী করে একটি সম্মুদ্রযানে উঠলো। তাদের কতক নিচের তলায় আর কতক উপরের তলায় স্থান পেল। নিচের তলার লোকদের পানির প্রয়োজন হলে তারা তাদের উপরের তলার লোকদের কাছ দিয়ে পানি আনতে যায়। তারা (নিচের তলার লোকেরা) পরম্পর বলল, আমরা যদি আমাদের এখান দিয়ে একটি ফুটো করে নেই, তবে উপর তলার লোকদেকে কষ্ট দেয়া থেকে বাঁচা যেত। এখন যদি তারা (উপর তলার লোকেরা) তাদেরকে এ কাজ করতে দেয় তবে সবাই ধুঁস হবে। আর যদি তারা তাদেরকে বাধা দেয় (ছিদ্র করা থেকে বিরত রাখে) তবে নিজেরাও বাঁচতে পারবে এবং সবাইকেও বাঁচতে পারবে। (বুখারী)

۱۸۸- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ هِنْدِ بِنْتِ أَبِي أُمِّيَّةَ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمْرًا فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلَمَ؛ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ وَتَابَعَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ : لَا مَا أَقَامُوا فِيهِمُ الصَّلَاةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

۱۸۸. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমদের উপর কিছু শাসক নিযুক্ত করা হবে। তোমরা তাদের কিছু কার্যকলাপের সাথে (ইসলামী শরী'আত অন্যায়ী হওয়ার কারণে) পরিচিত থাকবে আর কিছু কার্যকলাপ তোমদের কাছে (শরী'আত বিরোধী হওয়ার কারণে) অপরিচিত মনে হবে। এরপ অবস্থায় যে ব্যক্তি এগুলোকে খারাপ জানবে সে দায়মুক্ত। আর যে ব্যক্তি এর প্রতিবাদ করবে সে নিরাপদ। কিন্তু যে ব্যক্তি এরপ কাজের প্রতি সতোষ প্রকাশ করল এবং এর সাথে সহযোগিতা করল। সাহাবা কেরাম (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি তাদের (এরপ সৈরাচারী শাসকদের) বিরুদ্ধে অন্ত ধারণ করব না? তিনি বললেন : না, যতক্ষণ তারা নামায কায়েম করে। (মুসলিম)

۱۸۹- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ الْحَكَمِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ! وَلِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ افْتَرَبَ أَفْتَحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ! وَحَلَقَ بِأَصْبَعَيْهِ أَبْهَامَ وَالْتِي تَلِيهَا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْهِلْكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ? قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ -

۱۸۹. হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর কাছে আসলেন। তিনি বলছিলেন : “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” ধ্রংস হোক আরবের সেই মন্দ ও অনিষ্টের কারণে যা নিকটে এসে গেছে। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের (বন্দীশালার) দরজা এতদূর খুলে দেয়া হয়েছে। তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনী দিয়ে বৃত্ত বানিয়ে তা দেখালেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে নেককার আল্লাহভীরুল লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্রংস হয়ে যাব? তিনি বললেন : হাঁ, যখন অশ্লীল ও বিপর্যয়মূলক কাজের অত্যধিক প্রসার ঘটবে। (বুখারী ও মুসলিম)

۱۹۰- عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسِ وَالطَّرْقَاتِ ”فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثَ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَلِسَ

فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقًّهُ قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :
غَنِّ الْبَصَرَ ، وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ
الْمُنْكَرِ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

১৯০. হযরত আবু সাউদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমরা রাস্তার ওপর বসা থেকে বিরত থাক। সাহাবা কেরাম (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাস্তায় বসা ছাড়া তো আমাদের কোন উপায় নেই। আমরা সেখানে বসে (পারস্পরিক প্রয়োজন সম্পর্কিত) আলাপ আলোচনা করে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করছ, তাহলে রাস্তার হক আদায় কর। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাস্তার হক আবার কি? তিনি বললেন : রাস্তার হক হল, দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্টদায়ক বস্ত দূর করা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের নির্দেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

১৯১- عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله عليه السلام رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فتنزعه فطرحه وقال : يعمد أحدهم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ! فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله عليه السلام خاتمك انتفع به قال : لا والله لا أخذه أبداً وقد طرحته رسول الله عليه السلام رواه مسلم .

১৯১. হযরত ইবন আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে একটি সোনার আংটি দেখতে পেলেন। তিনি আংটিটি তার হাত থেকে খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন : তোমাদের কেউ কি নিজের হাতে জুলন্ত অংগীর রাখতে পছন্দ করে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সেখান থেকে) চলে যাওয়ার পর লোকটিকে বলা হল, আংটিটি উঠিয়ে নিয়ে অন্য কোন কাজে লাগাও। সে বলল, আল্লাহর কসম! যে জিনিসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন আমি তা কখনও নেব না। (মুসলিম)

১৯২- عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال : أى بنى إنى سمعت رسول الله عليه السلام يقول : إن شر الرعاء الحطمة فاياك أن تكون منهم فقال له : إجلس فإئمما أنت من خالة أصحاب محمد عليه السلام فقال : وهل كانت لهم خاله؟ إئمما كانت الخالة بعدهم وفي غيرهم - رواه مسلم .

১৯২. হয়রত আবু সাউদ আল-বাস্রী (র) থেকে বর্ণিত। আয়েহ ইব্ন আম্র (রা) একদা উবাইদুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের কাছে গেলেন। তিনি (আয়েহ) বললেন, “হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : নিকৃষ্ট রাখাল (প্রশাসক) হল সেই ব্যক্তি যে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে ন্যূনতা ও সহনশীলতা অবলম্বন করে না। তুমি সতর্ক থাক যেন এর অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাও।” তাঁকে বলা হল থাম! কেননা তুমি তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে অপদার্থদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (আয়েহ) বললেন, তাদের (সাহাবাদের) মধ্যে কি এরূপ অপদার্থ লোক ছিল? নীচ ও অপদার্থ লোক তো তাদের পরের স্তরে অথবা তারা ছাড়া অন্য লোক। (মুসলিম)

১৯৩- عَنْ حُذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَاনَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُؤْشِكَنَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ -

১৯৩. হয়রত হৃষায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমার অবশ্যই সত্য-ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ করবে। অন্যথায়, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না (দু'আ করুল হবে না)। (তিরমিয়ী)

১৯৪- عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ وَالتَّرْمِذِيُّ -

১৯৪. হয়রত আবু সাউদ আল-খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : “যালিম ও স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ কথা বলাই উত্তম জিহাদ”। (আবু দাউদ ও তিরমিয়ী)

১৯৫- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَارِقٍ بْنِ شِهَابِ الْبَجَلِيِّ الْأَحْمَسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ : أَئِ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةً حَقًّا عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ -

১৯৫. হয়রত আবু আবদুল্লাহ তারিক ইবন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন সময় প্রশ্ন করল, যখন তিনি সাওয়ারীর রেকাবে পা রেখেছিলেন মাত্র : সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি? তিনি বললেন : “স্বৈরাচারী যালিম শাসকের সামনে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ”।

১৯৬- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّفْصَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ :

يَا هَذَا اتْقِ اللَّهُ وَدَعْ مَاتَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْفَدَ وَهُوَ عَلَىٰ
حَالَهُ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكْيَلَهُ وَشَرِيكَهُ وَقَعِينَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ
ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ : ثُمَّ قَالَ : لَعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِيٍّ
إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَأْدَ وَعَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ، ذَلِكَ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ، تَرَىٰ كَثِيرًا
مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِي كَفَرُوا : لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ " إِلَىٰ قَوْلِهِ "
فَاسْقُونَ " ثُمَّ قَالَ " كَلَّا وَاللَّهِ لِتَأْمُرُنَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ،
وَلَا تَأْخُذُنَ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ وَلَا تَأْطِرُنَّهُ عَلَىٰ الْحَقِّ أَطْرَافًا ، وَلَا تَقْصِرُنَّهُ عَلَىٰ
الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لِيَضْرِبَنَ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ثُمَّ لِيَلْعَنُكُمْ
لَعْنَهُمْ - رَوَاهُ أَبُو دَأْدَ وَالْتَّرْمِذِيُّ -

১৯৬. হ্যরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : বনী ইস্রাইলদের মধ্যে প্রথমে এভাবে দুষ্কৃতি ও অনিষ্টকারীতা অনুপ্রবেশ করে-এক (আলেম) ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে মিলিত হত এবং তাকে বলত, হে অমুক! আল্লাহকে ভয় কর এবং যা করছ তা পরিত্যাগ কর, কেননা এ কাজ তোমার জন্য বৈধ নয়। পরদিনও সে তার সাথে মিলিত হয়ে তাকে পূর্বাবস্থায়ই দেখতে পেত। কিন্তু সে আর তাকে নিষেধ করত না। কেননা ইতিমধ্যে সে তার পানাহার ও ওঠা-বসায় শরীক হয়ে তারা এ অবস্থায় পৌঁছে গেল, যখন আল্লাহ তাদের একের অন্তরের (কালিমা) দ্বারা অপরের অন্তরকে অন্ধকার করে দিলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন : “বনী ইস্রাইলদের মধ্যে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করল তাদের প্রতি দাউদ ও ঈসা ইব্ন মরিয়মের মুখ দিয়ে অভিশম্পাত করা হল। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। তারা পরম্পরের পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা পরিত্যাগ করেছিল। অতি জঘন্য কর্মনীতিই তারা অবলম্বন করেছিল। আজ তোমরা এখন অনেক লোক দেখতে পাচ্ছ, যারা (মু'মিনদের বিপরীতে) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করতে ব্যস্ত। নিশ্চয়ই অত্যন্ত খারাপ পরিণামই সম্মুখে রয়েছে, যার ব্যবস্থা তাদের প্রবৃত্তিসমূহ তাদের জন্য করেছে। আল্লাহ তাদের প্রতি অসম্মুচ্ছ হয়েছেন এবং তারা কখনই (স্বামানদার লোকদের বিরুদ্ধে) কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ছিল ফাসিক” (সূরা মায়দা: ৭৮-৮১)। অতঃপর তিনি বললেনঃ “কখনই নয়! আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করতে থাক এবং তাকে হক পথে টেনে আন ও সত্য-ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত কর। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের (নেক্কার ও গুনাহগার) পরম্পরের অন্তরকে মিলিয়ে (অন্ধকার করে) দিবেন। অতঃপর বনী ইস্রাইলদের মত তোমদেরকেও অভিশঙ্গ করবেন।” (আবু দাউদ ও তিরমিয়ী)

۱۹۷- عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدِيهِ أَوْ شَكَ أَن يُعْمَلُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ -

১৯৭. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে লোক সকল! তোমরা এ আয়াত পাঠ করে থাক: “..... يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَذِهِ إِيمَانَدَارَةِ !” তোমরা নিজেদের কথা চিন্তা কর, অপর কারোর পথভ্রষ্ট হওয়ায় তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না, যদি তোমরা নিজেরা সঠিক পথে থাকতে পার। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের বলে দেবেন, তোমরা (পার্থিব জীবনে) কি করছিলে”- (সূরা মায়দা : ১০৫)। আমি (আবু বকর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: “লোকেরা যখন দেখল, অত্যাচারী অত্যাচার করছে, কিন্তু তারা তার প্রতিরোধ করল না, এরপ লোকদের ওপর আল্লাহ অচিরেই শাস্তি পাঠাবেন”। (আবু দাউদ, তিরমিয়ী ও নাসাই)

بَابُ تَغْلِيظِ عَقُوبَةِ مِنْ أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ وَخَالَقَ قَوْلِهِ فِعْلِهِ
অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, কিন্তু সে তদানুযায়ী কাজ করে না, তার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

**أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَيُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَنْهَوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ - (البقرة: ۴۴)**

“তোমরা জনগণকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বল, কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করে থাক, তোমাদের বুদ্ধিকে কি কোন কাজেই লাগাও না ?” (সূরা বাকারা : ৪৪)

**يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ؟ كَبُرَ مَقْتَنًا عِنْدَ اللَّهِ أَن
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ! - (الصف: ۳-۲)**

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন সে কথা বল যা কার্যত কর না? তোমরা এমন কথা বলবে, যা তোমরা কর না, আল্লার কাছে এটা অত্যন্ত জরুর্য ব্যাপার”। (সূরা আস-সাফ : ২, ৩)

وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَخَالِفْكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ - (الهود: ۴۴)

“আমি (শ'আইব) কিছুতেই চাই নাই না যে, আমি তোমাদেরকে যা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করি, তা আমি নিজেই করি। আমি তো যথাসাধ্য সংশোধন করতে চাই” (সূরা হুদ : ৪৪)।

۱۹۸- عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي لُقْبِي فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدْوِرُ بِهَا كَمَا يَدْوِرُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَّا . فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَالِكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ : بَلَى كُنْتُ أَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَتِيهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَتِيهِ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

۱۹۸. হযরত উসামা ইব্ন যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে দোষখে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তার নাড়ি-ভুংড়ি বেরিয়ে আসবে। সে এটা নিয়ে এমনভাবে চক্র দিতে থাকবে যেভাবে গাধা চাকীর মধ্যে ঘুরে থাকে। দোষখীরা তার চারপাশে সমবেত হয়ে জিজেস করবে, হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি কি সৎকাজের নির্দেশ দিতে না এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখতে না? সে উত্তরে বলবে, হাঁ আমি সৎকাজে আদেশ দিতাম, কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না, আমি অন্যদের খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতাম, কিন্তু আমি নিজেই আবার তা করতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْأَمْرِ بِإِذَاءِ الْأَمَانَةِ

অনুচ্ছেদ : আমানত আদায় করার নির্দেশ।

মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا - (النساء : ۵۸)

“আল্লাহ তোমদেরকে যাবতীয় আমানত তার মালিকের কাছে পৌছে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন”। (সূরা নিসা : ৫৮)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَخْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحْمَلُنَّهَا إِنْسَانٌ ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا - (الاعزاب : ۷۲)

“আমরা এ আমানত আসমানসমূহ, যমীন ও পাহাড়-পর্বতের সামনে পেশ করলাম। তারা এটা বহন করতে প্রস্তুত হল না, বরং তারা তয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তা নিজের ঘাড়ে তুলে নিল। মানুষ যে বড় যালিম ও মূর্খ তাতে সন্দেহ নেই”। (সূরা আহ্�মাব : ৭২)

۱۹۹- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّهُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَثَ كَذَبٌ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَوْتُمْ خَانَ " مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَقِيْ رِوَايَةٍ : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ - مُسْلِمٌ -

১৯৯. হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : মুনাফিকের চিহ্ন হল ৩টি। যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, যা ওয়াদা করবে তার বিপরীত কাজ করবে এবং কোন কিছু আমানত রাখলে তার খিয়ানত করবে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অন্য বর্ণনায় আরো আছে : “সে যদি রোয়া-নামায করে থাকে এবং নিজেকে মুসলমান বলে ধারণা করে থাকে (তবুও সে মুনাফিক)।”

٢٠٠- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ
 قَدْ رَأَيْتَ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَّلَتْ فِي جَذْرِ
 قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَّلَ الْقُرْآنَ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمْنَا مِنَ السُّنْنَةِ ثُمَّ
 حَدَّثَنَا عَنْ رَفِيعِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ ، يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتَقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ
 قَلْبِهِ فَيَظْلَلُ أَتْرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ
 فَيَظْلَلُ أَتْرُهَا مِثْلَ أَتْرِ الرَّجُلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفَظَ فَتَرَاهُ
 مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ” ثُمَّ أَخَذَ حَصَى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ
 النَّاسُ يَتَبَاعِيُّونَ فَلَا يَكَادُ أَخَدَ يُؤْدِي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنْ فِيْ بَنِيْ فَلَانَ
 رَجُلًا أَمِينًا حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ : مَا أَجْلَدَهُ ! مَا أَظْرَفَهُ ! مَا أَعْقَلَهُ ! وَمَا فِيْ
 قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَى زَمَانٍ وَمَا أَبَا لِ
 أَيْكُمْ بَأَيْعَثُ : لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرْدَنَهُ عَلَى دِينِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ
 يَهُودِيًّا لَيَرْدَنَهُ عَلَى سَاعِيْهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتَ أَبَا يَعْ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا
 وَفُلَانًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - .

২০০. হ্যরত হৃষাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে দু’টি কথা বলেন। তার মধ্যে একটি তো আমি দেখেই নিয়েছি আর দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি (মহানবী) আমাদেরকে বলেন : প্রথমতঃ মানুষের অস্তরের অস্তরের অস্তরে আমানতকে (বিশ্বস্ততা) ঢেলে দেয়া হল, অতঃপর কুরআন নাযিল করা হল। তারা কুরআনকে জানল এবং হাদীসকেও চিনল। অতঃপর তিনি (নবী সা) আমাদের কাছে আমানত ও বিশ্বস্ততাকে তুলে নেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন : মানুষ চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী ঘুমিয়ে পড়বে আর তার অস্তর থেকে আমানত ও বিশ্বস্ততা তুলে নেয়া হবে। অতঃপর তার মধ্যে এর ক্ষীণ প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে। সে পুনরায় স্বাভাবিক অভ্যাস অনুযায়ী ঘুমিয়ে পড়বে, তার অস্তর থেকে বিশ্বস্ততার বাকি প্রভাবটুকুও তুলে

নেয়া হবে। অতঃপর অন্তরের মধ্যে একটি ফোক্ষার মত চিহ্ন বাকি থাকবে। যেমন, তুমি তোমার পয়ের ওপর আগুনের স্ফুলিংগ রাখলে এবং তাতে চামড়া পুড়ে ফোক্ষা পড়ল। বাহ্যিক স্থানটি ফোলা দেখাবে, কিন্তু এর মধ্যে কিছুই নেই। (রাবী বলেন) অতঃপর তিনি তাঁর কাঁকর উঠিয়ে নিজের পায়ের ওপর মারতে লাগলেন। (রাসুলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) এমতাবস্থায় তাদের সকাল হবে এবং তারা ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হবে। তাদের মধ্যে আমানত রক্ষা করার মত একটি লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না : এমনকি বলা হবে অমুক বৎশে একজন বিশ্বস্ত লোক আছে। এ সময়ে তাকে (পার্থিব বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার কারণে) বলা হবে, লোকটি কত হৃশিয়ার, চালাক, স্বাস্থ্যবান, সুন্দর এবং বুদ্ধিমান। অথচ তার মধ্যে সরিষার দানার পরিমাণ দ্বিমানও থাকবে না। (রাবী হ্যায়ফা (রা) বলেন) আজ আমি এমন এক যুগে এসে পড়েছি যে, কার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করছি তার কোন বাছবিচার নেই। কেননা, যদি সে খ্রিস্টান অথবা ইয়াহুদী হয়, তবে তার দায়িত্ব আমার হক তার কাছ থেকে আদায় করে দেবে। আজ আমি তোমাদের কারোর সাথে ক্রয়-বিক্রয় করব না, শুধু অমুক অমুক ব্যক্তির সাথে করব। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٠١ - عَنْ حُذِيفَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ ، فَيَأْتُونَ أَدْمَ فَيَقُولُونَ يَا أَبَانَا إسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ : وَهَلْ أَخْرَجْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةً أَبِيكُمْ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ اذْهَبُوا إِلَى ابْنِيِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ قَالَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتَ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمَدُوا إِلَى مُوْسَى الدِّيْ كَلْمَةُ اللَّهِ تَكْلِيمًا فَيَأْتُونَ مُوْسَى فَيَقُولُ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلْمَةُ اللَّهِ وَرُوحِهِ فَيَقُولُ عِيسَى : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ فِيؤْذِنُ لَهُ ، وَتُرْسِلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحْمُ فَتَقُومُانِ جَنْبَتِي الصَّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَيَمْرُأُ أَوْلَكُمْ كَالْبَرْقَ قُلْتُ : بِأَبِيِ وَأَمِّيْ أَيْ شَيْءٍ كَمَرَ البرْقِ ؟ قَالَ : أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ يَمْرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ، ثُمَّ كَمَرَ الرِّيحِ ، ثُمَّ كَمَرَ الطَّيْرِ وَشَدَ الرِّجَالِ : تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَتَبِيِّكُمْ قَائِمُ عَلَى الصَّرَاطِ يَقُولُ رَبُّ سَلَمْ سَلَمْ حَتَّىٰ تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ ، حَتَّىٰ يَجِيَ الرَّجُلُ لَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا وَفِي حَافَتِي الصَّرَاطِ كَلَالِيْبُ مَعْلَقَةً مَامُورَةً

بِأَخْذٍ مَنْ أَمِرْتُ بِهِ فَمَخْدُوشُ نَاجٍ وَمَكْرُوسُ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي
هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَجَهُنَّ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০১. হযরত ভূয়ায়ফা ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : মহান-প্রাচুর্যময় আল্লাহ (হাশ্বের দিন) সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন ঈমানদার লোকেরা উঠে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় তাদের সন্নিকটে জান্নাত আনা হবে। তখন তারা আদম আলাইহিস্স সালামের কাছে গিয়ে বলবে, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিন। তিনি বলবেন : তোমাদের পিতার অপরাধই তো তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছে। আমি এর দরজা খোলার উপযুক্ত নই। তোমরা আমার ছেলে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহুর কাছে যাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : অতঃপর তারা ইব্রাহীমের (আ) কাছে আসবে। হযরত ইব্রাহীম (আ) বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। আমি তো শুধু বিনয়ী খলীল ছিলাম। তোমরা বরং মূসার (আ) কাছে যাও। মহান আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলেছেন। তারা ছুটে হযরত মূসার (আ) কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি এর উপযুক্ত নই। তোমরা ঈসার (আ) কাছে যাও। তিনি তো আল্লাহর কালেমা এবং রহস্য। হযরত ঈসা (আ) বলবেন, জান্নাতের দরজা খোলার মত যোগ্যতা আমার নেই। পরিশেষে তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছুটে আসবে। তিনি উঠে দাঁড়াবেন। তাঁকে (শাফা'আত করার) অনুমতি দেয়া হবে। আমান্ত এবং দয়া-অনুগ্রহকেও ছেড়ে দেয়া হবে। এরা পুল-সিরাতের ডানে-বায়ে দু'দিকে দাঁড়িয়ে যাবে। তোমাদের প্রথম দলটি বিদ্যুৎ-বেগে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। আমি (ভূয়ায়ফা অথবা আবু হুরায়রা) বললাম, (হে আল্লাহর রাসূল) : আমার পিত-মাতা, আপনার জন্য কুরবান হোক! বিদ্যুৎ-বেগে পার হওয়ার তৎপর্য কি? তিনি বললেন : তোমরা কি বিদ্যুৎ দেখিনি? পলকের মধ্যে তা চলে যেতে-আসতে পারে। অতঃপর বাতাসের গতিতে, অতঃপর পাখির গতিতে এবং দ্রুত দৌড়ের গতিতে পর্যায়ক্রমে পুলসিরাত পার হবে। এ পার্থক্য তাদের কাজ-কর্মের কারণেই হবে। এ সময় তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুলসিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে থাকবেন : প্রভু হে! শান্তি বর্ষণ করুন, শান্তি বর্ষণ করুন। এভাবে বান্দাদের সৎকাজের পরিমাণ কম হওয়াতে তারা অগ্রসর হতে আক্ষম হয়ে পড়বে। ফলে তার নিষ্পত্তি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকবে। পুল-সিরাতের উভয় দিকে কিছু লোহার আঁকড়া লটকানো থাকবে। যাকে আটক করার নির্দেশ দেয়া হবে এগুলো তাকে আটক করবে। যার গায়ে শুধু আঁচড় লাগবে সে মুক্তি পাবে। আর অন্য সবগুলোকে দোষখে নিষ্কেপ করা হবে। বর্ণনাকারী (আবু হুরায়রা) বলেন, সেই সন্তার কসম, যাঁর হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ! দোষখের গভীরতা সন্তার বছরের পথের দূরত্বের সমান। (মুসলিম)

২০২- عَنْ أَبِي خَبِيبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْزَبِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا
وَقَفَ الْزَبِيرُ يَوْمَ الْجَمْلِ دَعَانِي فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ يَا بُنْيَى إِنَّهُ لَأُقْتَلُ

الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي أَرَانِي إِلَّا سَأَقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا وَإِنَّ أَكْبَرَ هُمُّ لَدِينِي أَفْتَرَى دِينَنَا يُبْقِي مِنْ مَا لَنَا شَيْئًا؟ ثُمَّ قَالَ: يَا بْنَى بَعْ مَا لَنَا وَأَقْضِي دِينِنِي وَأَوْصَى بِالثَّلَاثِ وَثَلَاثَةُ لِبْنِيْهِ (يَعْنِيْ لِبْنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّزَبِيرِ ثَلَاثُ الثَّلَاثِ) قَالَ: فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَا لَنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدِّينِ شَيْ فَثَلَاثَةُ لِبْنِيْكَ قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ وَلَدُ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِيِّ الرَّزَبِيرِ خَبِيبٍ وَعَبَادٍ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِيْنَ وَتِسْعَ بَنَاتٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَجَعَلَ يُوصِيْنِي بِدِينِهِ وَيَقُولُ: يَا بْنَى إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلَايَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا دَرَبْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلَاكَ؟ قَالَ: اللَّهُ فَوَاللَّهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةِ مِنْ دِينِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَأْمُولَى الرَّزَبِيرِ أَقْضِ عَنْهُ دِينَهِ فَيَقْضِيهِ، قَالَ: فَقُتِلَ الرَّزَبِيرُ وَلَمْ يَدْعُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِلَّا أَرْضِيْنَ: مِنْهَا الْغَابَةُ وَإِحْدَى عَشَرَةَ دَارَأً بِالْمَدِينَةِ، وَدَارَيْنَ بِالْبَصْرَةِ وَدَارَأً بِالْكُوفَةِ، وَدَارَأً بِمِصْرَ قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ دِينُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كُلَّ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الرَّزَبِيرُ: لَا وَلَكِنْ هُوَ سَلَفُ إِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلَى إِمَارَةً قَطُّ وَلَا جِبَائِةً وَلَا خَرَاجًا وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَسِبْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ فَوَجَدْتُهُ الْفِيْ أَلْفِ وَمَائَتَيْ أَلْفِ فِلَقِيْ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّزَبِيرِ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدِّينِ؟ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ: مَائَةُ أَلْفٍ فَقَالَ حَكِيمٌ: وَاللَّهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تِسْعُ هَذَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفِ وَمَائَتَيْ أَلْفٍ؟ قَالَ مَا أَرَأَكُمْ تُطْبِقُونَ هَذَا فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنُوا بِي: قَالَ وَكَانَ الرَّزَبِيرُ قَدْ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةَ أَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفِ وَسِتِّمَائَةِ أَلْفِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الرَّزَبِيرِ شَيْءٌ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ فَأَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ

جَعْفَرٌ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبِيرِ أَرْبَعُمَائَةَ أَلْفٍ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنْ شِئْتُمْ تَرْكِتُهَا لَكُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا، قَالَ: فَإِنْ شِئْتُمْ جَعْلَتُمُوهَا فِيمَا تُؤْخِرُونَ إِنْ أَخْرَتُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قَالَ فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَكَ مِنْ هُنَّا إِلَى هَنُّا فَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْهَا فَقَضَى دِينَهُ وَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْهُ عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ، وَالْمُتَذَرِّبِنُ الزُّبِيرِ، وَابْنَ زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمْتِ الْفَابَةُ؟ قَالَ: كُلُّ سَهْمٍ مِائَةُ أَلْفٍ فَقَالَ كَمْ بَقَى مِنْهَا؟ قَالَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَالَ الْمُتَذَرِّبِنُ الزُّبِيرِ: قَدْ أَخْذَتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ وَقَالَ عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ قَدْ أَخْذَتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخْذَتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقَى مِنْهَا؟ قَالَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ فَقَالَ قَدْ أَخْذَتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ وَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّمَائَةِ أَلْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبِيرِ مِنْ قَضَاءِ دِينِهِ قَالَ بَنُو الزُّبِيرِ "أَقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا" قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْسِمْ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ عَلَى مِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبِيرِ دِينٌ فَلَيَأْتِنَا فَلَنَقْضِهِ فَجَعَلَ كُلُّ سَنةً يُنَادِي فِي الْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعَ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ وَرَفَعَ الْثُلُثُ وَكَانَ لِلزُّبِيرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَصَابَ كُلُّ إِمْرَأَةٍ أَلْفَ أَلْفَ وَمِائَتَانِ أَلْفٍ فَجَمِيعُ مَا لَهُ - رَوَاهُ البُخَارِيُّ -

২০২. হ্যরত আবু হাবীব আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উল্ট্রের যুদ্ধের দিন হ্যরত যুবায়ের (রা) যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, হে বৎস! আজ যালিম অথবা ময়লূমের কেউ না কেউ মারা যাবেই। আমার মনে হচ্ছে আজ আমি নির্যাতিত অবস্থায় মারা যাব। আমি আমার দেনা সম্পর্কে বড়ই দুশিতা ও অস্ত্রিতার মধ্যে আছি। তুমি কি মনে কর, আমার দেনা পরিশোধ করার পর কিছু মাল অবশিষ্ট থাকবে? অতঃপর তিনি বললেন, হে আমার স্বতান! তুমি আমার মাল-সম্পদ বিক্রি করে আমার দেনা পরিশোধ করে দিয়ো। অতঃপর তিনি এক-ত্রিয়াংশ মালের ওপর অসিয়াত করলেন যে, এটা তার পুত্রদের জন্য। অর্থাৎ আবদুল্লাহ

ইব্ন যুবায়েরের পুত্রদের জন্য এক-তৃতীয়াংশের তৃতীয়াংশ। তিনি (যুবাইর) বললেন, দেনা পরিশোধ করার পর যদি কিছু মাল থেকে যায়, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ তোমার ছেলেদের জন্য। হিশাম বলেন, আবদুল্লাহর কোন কোন ছেলে যুবাইরের পুত্র হাবীব এবং আবাদাদের সমবয়সী ছিল। এ সময় যুবাইরের ৯ পুত্র ও ৯ কন্যা বর্তমান ছিল। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তিনি (পিতা যুবাইর) বরাবরই আমাকে তাঁর খণ্ডের কথা বলতে থাকলেন। তিনি বলছিলেন, হে পুত্র! তুমি যদি এ খণ্ড পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়ো তবে তুমি আমার মনিবের (আল্লাহর) কাছে এ দেনা পরিশোধ করার জন্য প্রার্থনা করবে। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝতেই পারছিলাম না তিনি মনিব বলে কাকে বুঝতে চেয়েছেন। তাই আমি জিজেস করলাম, আবাজান! আপনার মনিব কে? তিনি বললেন, মহান আল্লাহ। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি যখনই তাঁর দেনা পরিশোধ করতে অসুবিধায় পড়ে যেতাম, তখনই বলতাম, হে যুবাইরের মনিব (মহান আল্লাহ)! তাঁর দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও। মহান আল্লাহ এ দু'আ করুল করলেন এবং পিতার দেনা পরিশোধ করার সুযোগ করে দিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, যুবায়ের (রা) শহীদ হলেন, কিন্তু তিনি কোন নগদ অর্থ (দীনার ও দিরহাম) রেখে যাননি। তিনি কিছু স্থাবর সম্পত্তি রেখে গেলেন। তা হলঃ গাবা নামক স্থানের কিছু যমিন, মদীনায় এগারটি ঘর, বস্রায় দু'টি ঘর, কৃফায় একটি ঘর এবং মিসরে একটি ঘর। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তাঁর খণ্টাস্ত হওয়ার কারণ ছিলঃ কোন লোক যদি তাঁর কাছে কিছু গচ্ছিত (আমানত) রাখতে আসতো, তিনি বলতেন, আমি আমানত রাখি না, তবে এটা তোমার কাছ থেকে খণ্ড হিসেবে নিয়ে নিলাম। কেননা আমানত হিসেবে রাখলে হয়ত এটা আমার হাতে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। তিনি (যুবাইর) কখনও কোন প্রশাসনিক পদে অথবা ট্যাক্স আদায়ের জন্য বা অন্য কোন পদে নিযুক্ত হননি। তিনি কোন পদ পছন্দ করতেন না। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এবং হয়রত আবু বকর (রা) হয়রত উমর (রা) ও হয়রত উসমানের (রা) সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি তাঁর সমস্ত দেনার হিসাব করলাম। তার পরিমাণ দাঁড়াল বাইশ লক্ষ (দিরহাম)। হাকীম ইবন হিয়াম আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে ভাতুপুত্র! আমার ভাইয়ের খণ্ডের পরিমাণ কত? আমি আসল পরিমাটা গোপন করে বললাম এক লক্ষ (দিরহাম) অতঃপর হাকীম (রা) বললেনঃ আল্লাহর কসম! তোমার এতো পরিমাণ মাল নেই যা দিয়ে এ দেনা পরিশোধ করতে পার। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, যদি খণ্ডের পরিমাণ বাইশ লক্ষ হয় তবে কি অবস্থা হবে? হাকীম (রা) বললেনঃ তাহলে আমার ধারণা অনুযায়ী এটা আদায় করতে তুমি মোটেই সক্ষম হবে না। খণ্ড পরিশোধে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হলে আমার সাহায্য চেয়ো। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যোবাইর (রা) গাবার জমিটা এক লাখ সত্তর হাজার (দিরহামে) খরিদ করেছিলেন। আবদুল্লাহ (রা) সেখানে ষোল লাখ (দিরহামে) বিক্রি করে দিলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, যুবাইরের কাছে যার পাওনা রয়েছে, সে যেন গাবা নামক স্থানে এসে আবাদাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। এ ঘোষণার পর আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) এসে বললেন, যুবাইরের কাছে আমার চার লাখ (দিরহাম) পাওনা আছে। কিন্তু যদি তোমরা চাও তবে আমি তা ছেড়ে দিতে পারি। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, না। তিনি (আবদুল্লাহ ইবন জাফর) বললেন,

যদি তোমরা এটা পরিশোধের জন্য সময় দাও, আমি তা দিতে প্রস্তুত। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, না (আমি সময় চাই না)। তিনি (ইব্ন জা'ফর) বললেন, তবে জমির একটা অংশ আমাকে পৃথক করে দাও। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তুমি এখান থেকে ঐ পর্যন্ত জমি নিয়ে নাও। তিনি জমি বিক্রি করে তার (যুবাইরের) খণ্ড পরিশোধ করে দিলেন। এরপরও জমির সাড়ে চারটা খণ্ড অবশিষ্ট ছিল। অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ) মু'আবিয়ার কাছে আসলেন। এ সময় তার কাছে আমর ইব্ন উসমান, মুনয়ের ইব্ন যুবাইর ও ইব্ন যাম'আহ (রা) উপস্থিত ছিলেন। হ্যরত মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, তুমি গাবার জমির কি মূল্য নির্ধারণ করেছ? তিনি বললেন, প্রতি খণ্ড এ লক্ষ্য (দিরহাম)। তাঁনি বললেন, কয় খণ্ড অবশিষ্ট আছে? তিনি বললেন, সাড়ে চার খণ্ড। মুনয়ের ইব্ন যুবাইর বললেন, আমি এক খণ্ড এক লাখ (দিরহামে) নিয়ে নিলাম। আমর ইব্ন উসমান (রা) বললেন, আমি এক লক্ষ (দিরহামে) এক খণ্ড নিয়ে নিলাম। ইব্ন যাম'আহ (র) বললেন : আমি এক লাখ (দিরহামে) এক খণ্ড নিয়ে নিলাম। মু'আবিয়া (রা) জিজেস করলেন : এখন আর কতটুকু বাকি আছে? তিনি বললেন, দেড় খণ্ড (অবশিষ্ট আছে)। তিনি বললেন, আমি তা দেড় লক্ষ (দিরহামে) নিয়ে নিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা) তার পাওনা বাবদ যে অংশটুকু কিনেছিলেন, তা পুনরায় তিনি মু'আবিয়ার কাছে ছয় লাখ (দিরহামে) বিক্রি করে ফেললেন। যুবাইরের অন্যান্য ছেলেরা তাকে বললেন, আমাদের ঘীরাস আমাদের মধ্যে বণ্টন করুন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! একাধারে চার বছর হজ্জের মওসুমে এই ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের মধ্যে ঘীরাস বণ্টন করব না : “যুবাইরের কাছে যে ব্যক্তির পাওনা রয়েছে, সে যেন আমাদের কাছে আসে। আমরা তা পরিশোধ করে দেব।” তিনি একাধারে চার বছর হজ্জের মওসুমে এ ঘোষণা দিলেন। যখন চার বছর পূর্ণ হল, তিনি তাদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করলেন এবং এক-ত্রৈয়াংশ পৃথক করে রাখলেন। যুবাইরের চার স্ত্রী ছিলেন। প্রত্যেক স্ত্রীর অংশে বার লক্ষ (দিরহাম) করে পড়লো, সম্ভবত যুবাইরের ধন-সম্পদের পরিমাণ ছিল পাঁচ কোটি, দু'লক্ষ (দিরহাম)। (বুখারী)

بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَالْأَمْرِ بِرَدِ الْمَظَالِمِ

অনুচ্ছেদ ৪ যুলুম করা হারাম এবং যুলুমের প্রতিরোধ করার নির্দেশ।

মহান আল্লাহর বাণী :

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٌ - (المؤمن : ১৮)

“যালিমদের জন্য কেউ দরদী বন্ধু হবে না, আর না এমন কোন শাফা ‘আতকারী হবে যার কথা মেনে নেয়া হবে”। (সূরা মু'মিন : ১৮)

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ - (الحج : ৭১)

“যালিমদের কোন সাহায্যকারী হবে না”। (সূরা হাজ : ৭১)

٢٠٣- عن جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ لِظُلْمِ الظُّلْمَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ، وَاسْتَحْلُوا مَحَارِمَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২০৩. হযরত যাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যুলুম করা থেকে দূরে থাক। কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন অঙ্ককারাচ্ছন্ন ধোয়ায় পরিণত হবে। কৃপণতার কল্যাণ থেকে দূরে থাক। কেননা এ কৃপণতাই তোমাদের পূর্বের অনেক লোককে (জাতিকে) ধূংস করে দিয়েছে। কৃপণতা তাদেরকে রক্ষণাতে উদ্বৃদ্ধ করেছে এবং হারামকে হালাল করতে উকানি দিয়েছে। (মুসলিম)

٢٠٤- عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَتَؤْذَنُ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلَحَاءِ مِنَ الشَّاةِ وَالْقَرْنَاءِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : (মহান আল্লাহ) কিয়ামতের দিন অবশ্যই পাওনা আদায় করাবেন। এমনকি শিংয়ুক্ত বক্রী থেকে শিংবিহীন বক্রীর প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হবে। (মুসলিম)

٢٠٥- عن أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَةِ الْوِدَاعِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَطْهَرِنَا وَلَا نَذْرِنَا مَا حَجَةُ الْوِدَاعِ حَتَّى حَمَدَ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ وَقَالَ مَا بَعْثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيهِمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيُنَسِّيَ يَخْفِي عَلَيْكُمْ : إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَغْوَرَ ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيَمْنَى كَانَ عَيْنَهُ عَنْبَةً طَافِيَةً ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلَا هُلْ بَلَغْتُ قَوْلُوا : نَعَمْ اللَّهُمَّ اشْهِدْ ثَلَاثًا وَيَلْكُمْ ! أَوْ وَيَحْكُمْ أَنْظَرُوكُمْ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ بَعْضُهُ -

২০৫. হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ সম্পর্কে আলোপ-আলোচনা করছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝেই উপস্থিত ছিলেন। আমরা জানতাম না, বিদায় হজ কি বা বিদায় হজ কাকে বলে? অতএব, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রশংসনা ও গুণগান করার পর মাসীহে দাজ্জাল সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন : মহান আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি, যিনি নিজের উশ্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখাননি। হ্যরত নূহ (আ) এবং তাঁর পরে আগত অন্যান্য নবীগণ নিজ নিজ উশ্মাতকে এর ভয় দেখিয়েছেন, সাবধান করেছেন। সে তোমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে। এর ব্যাপারটা তোমাদের কাছে গোপন থাকবে না। এটা ও তোমাদের অজানা নয় যে, তোমাদের প্রভু এক চোখ বিশিষ্ট বা অঙ্গ নন। দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে এবং তা আঙ্গুর ফলের মত ফোলা হবে। তোমরা সাবধান হও! তোমাদের পরম্পরের রক্ত (জীবন) ও ধন-সম্পদ পরম্পরের জন্য হারাম এবং সম্মানের বস্তু, যেমন তোমাদের এ দিনটি হারাম (সম্মানিত)। সাবধান! আমি কি (আল্লাহর বিধান তোমাদের কাছে) পৌঁছে দিয়েছে? উপস্থিত সবাই বললেন, হাঁ (আপনি পৌঁছে দিয়েছেন)। অতঃপর তিনি তিনবার বললেন : ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। (তিনি পুনরায় বললেন) : ধর্ম হোক অথবা আফসোস হোক, খুব মনোযোগ দিয়ে শোন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা পরম্পর খুন খারাবি করে কুঢ়ৰীতে লিপ্ত হয়ে না। সম্পূর্ণ হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম এর কোন কোন অংশ বর্ণনা করেছেন।

২০৬-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرِ مِنَ الْأَرْضِ طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ -

২০৬. হ্যরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, : যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিতে যুলুম করল (জবর দখল করে নিল, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ) তার গলায় সাত তবক যমীন পরিয়ে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

২০৭-عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ لِيُمْلِى لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخْذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ "وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ" : إِنَّ أَخْذَهُ أَلْيَمُ شَدِيدٌ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ -

২০৭. হ্যরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন :“আর তোমার রব যখন কোন যালিম জনবসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে। তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠিন ও নির্মম পীড়দায়ক” – (সূরা হুদ : ১০২) (বুখারী ও মুসলিম)

২০৮-عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِيَ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي

رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

۲۰۸. হ্যরত মু'আয় (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে (ইয়ামেনের শাসক করে) পাঠানোর সময় বললেন : তুমি আহলে কিতবের অন্তভুর্ত এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তুমি তাদেরকে একুপ সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করবে : “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল।” যদি তারা এ আহ্বান মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, প্রত্যেক দিন রাতের সময়-সীমার মধ্যে মহান আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, মহান আল্লাহ তাদের উপর সাদাকা (যাকাত) ফরয করেছেন। এটা তাদের ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে তাদের গরীবদের মধ্যে বটন করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদের উত্তম মালগুলো (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থাক। আর মযলূম-নির্যাতিতের দু'আকে ভয় কর। কেননা তার ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

۲۰۹- وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبْنُ اللَّثْبَيْيَةُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي إِلَى فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُنْبَرِ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَشْتَرَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمَلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَانِيَ اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدِيَتُ إِلَيْيَ! أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأَمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهِ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا! وَاللَّهُ لَا يَأْخُذُ أَحَدًا مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهُ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا أَعْرِفُنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهُ يَحْمِلُ بِغَيْرِهِ رُغَاءً، أَوْ بَقْرَةً لَهَتْخُوارًا أَوْ شَاهَ تَيْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدِيهِ حَتَّى رُؤَى بِيَاضٍ إِبْطَئِيهِ فَقَالَ: أَللَّهُمْ هَلْ بَلَغْتُ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

۲۰۹. হ্যরত আবু হুমায়দ আবদুর রহমান ইবন সাদ আসু সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত আদায়ের

আমাকে করেছেন, তার মধ্যে থেকে কোন পদে আমি তোমাদের কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করি। সে আমার কাছে ফিরে এসে বলে, এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে উপটোকন হিসাবে দেয়া হয়েছে। এ ব্যক্তি তার বাপ -মায়ের ঘরে বসে থাকে না কেন? যদি সে সত্যবাদী হয় তবে সেখানেই তো তার উপটোকন পৌছে দেয়া হবে! আল্লাহর কসম! তোমাদের কোন ব্যক্তি নাহক কোন কিছু গ্রহণ করলে, কিয়ামতের দিন সে তা বহন করতে করতে আল্লাহর সামনে হায়ির হবে। অতএব, আমি তোমাদের কাউকে আল্লাহর দারবারে এ অবস্থায় উপস্থিত হতে দেখতে চাই না যে, সে উট বহন করবে আর তা আওয়াজ করতে থাকবে, অথবা গাভী তা হাস্বা হাস্বা করতে থাকবে, অথবা বকরীর তা ভ্যাং ভ্যাং করতে থাকবে। (রাবী বলেন) অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাত এত ওপরে উঠালেন যে, তাঁর মুবারক বগলের শুভতা দৃষ্টিগোচর হল। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আমি কি (তোমার হৃকুম) পৌছে দিয়েছি? (বুখারী ও মুসলিম)

٢١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لَّا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَنْ شَئَ فَلْيَتَحَلَّهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا درْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخْذَ مِنْهُ بَقْدَرٍ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَّهُ حَسَنَاتٌ أَخْذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِّلَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তির ওপর তার অপর ভাইয়ের যদি কোন দাবী থাকে, তা যদি তার মান-ই-জ্ঞতের ওপর অথবা অন্য কিছুর ওপর যুনুম সম্পর্কিত হয়, তবে সে যেন আজই কপর্দকহীন নিঃশ্ব হওয়ার পূর্বে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নেয়। অন্যথায় (কিয়ামতের দিন) তার যুনুমের সম্পরিমাণ নেকী তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে। যদি তার কোন নেকী না থাকে তবে তার প্রতিপক্ষের গুনাহ থেকে (যুনুমের সম্পরিমাণ) তার হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হবে। (বুখারী)

٢١١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْوَرِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَىَ اللَّهُ عَنْهُ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ -

২১১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : “মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার মুখের ও হাতের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করে।”(বুখারী ও মুসলিম)

٢١٢- عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ثَقَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرِيرٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ : فَذَهَبُوا يَنْظَرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

২১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিরকিরা নামক এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাল-সামানের দেখা-শোনায় নিযুক্ত ছিল। সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : সে দোষখে যাবে। তারা (সাহাবাগণ) তার বাড়িতে খোঁজ-খবর নিতে গেলেন (কেন সে দোষখী হল)। তারা তার ঘরে একটি আবা (এক প্রকারের উন্নত পোষাক) পেলেন। সে এটা আত্মসাং করেছিল। (বুখারী)

٢١٣- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفِيَّعُ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ : إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهْيَثَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ .
السَّنَةُ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةُ حَرَمٌ ثَلَاثُ مُتَوَالِيَّاتُ : ذُو الْقَعْدَةِ وَ
ذُو الْحِجَّةِ ، وَالْمُحْ�َمُ ، وَرَجَبُ مُضْرِبِ الدِّينِ بَيْنَ جَمَادَى وَشَعْبَانَ ، أَئِ شَهْرٌ
هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَّنَا أَنَّهُ سَيِّسَمْيَهُ بِغَيْرِ
إِسْمِهِ قَالَ : أَلَيْسَ ذَالِحَجَّةَ ؟ قُلْنَا بَلَى قَالَ : فَأَئِ بَلَدَ هَذَا ؟ قُلْنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَّنَا أَنَّهُ سَيِّسَمْيَهُ بِغَيْرِ إِسْمِهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ
الْبَلْدَةَ ؟ قُلْنَا بَلَى قَالَ : فَأَئِ يَوْمٌ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ : فَسَكَتَ
حَتَّىٰ ظَنَّنَا أَنَّهُ سَيِّسَمْيَهُ بِغَيْرِ إِسْمِهِ فَقَالَ : أَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا بَلَى
فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَغْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحْرَمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي
بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلَا
فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ
الْغَائِبُ فَلَعِلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ
قَالَ : أَلَا هَلْ بَلَغْتُ ؟ أَلَا هَلْ بَلَغْتُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَشْهُدُ - مُتَّفِقٌ
عَلَيْهِ -

২১৩. হযরত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আল্লাহ যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন সেদিন থেকে যুগ বা কাল তার নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আবর্তন করছে। এক বছরে বার মাস, এর মধ্যে চারটি হল নিযিন্দ মাস, এর তিনটি পর পর আসে। যেমন, ফিলকাদ, ফিলহাজ ও মুহাররম এবং মুদার গোত্রের রজব মাস যা জমাদিউস-সানী ও শা'বান মাসের মাঝখানে অবস্থিত। তিনি জিজেস করলেন : এটি কোন মাস ? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। উক্তর শুনে তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম, তিনি হয়ত এর নতুন নামকরণ করবেন। তিনি জিজেস করলেন : এটা কি ফিলহজ মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজেস করলেন : এটা কোন শহর ? আমরা

বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। এ উত্তর শুনে তিনি চুপ থাকলেন। আমরা মনে করলাম, হয়ত তিনি এর নতুন নামকরণ করবেন। তিনি বললেন : এটা কি (মক্কা) শহর নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন। এটা কোন দিন? আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। উত্তর শুনে তিনি চুপ থাকলেন। আমরা মনে মনে ভাবলাম, হয়ত তিনি এর নতুন নামকরণ করবেন। তিনি বললেন : এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন : তোমাদের আজকের এ দিনটি যেমন পবিত্র, তোমাদের এ শহরটি যেমন পবিত্র এবং তোমাদের এ মাসটি যেমন পবিত্র, তেমনি তোমাদের রজু, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের মান সম্মান ও পবিত্র এবং শুন্দার বস্তু। তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হবে। তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা পরম্পর খুন খারাবী করে কুফরীতে লিঙ্গ হয়ে না। সতর্ক হও! উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌছে দেয়। কেননা এটা অসম্ভব নয় যে, যে ব্যক্তি এটা পৌছে দিবে তার চেয়ে যার কাছে পৌছানো হবে সে অধিক সংরক্ষণকারী হতে পারে! অতঃপর তিনি বললেন : আমি কি পৌছে দিয়েছি? আমি কি পৌছে দিয়েছি? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। (রুখাবী ও মুসলিম)

২১৪- عَنْ أَبِي أُمَّامَةَ إِيَّاسِ بْنِ شَعْلَةَ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ افْتَطَعَ حَقًّا أَمْرِي مُسْلِمٌ بِيمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ التَّأْرَ وَحَرَمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২১৪. হযরত আবু উমামা আয়াস ইবন সালাবা আল-হারেসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি (মিঠ্যা) শপথের মাধ্যমে কেন মুসলমানের হক আত্মসাং করল মহান আল্লাহ তার জন্য দোয়খের আগুন অনিবার্য করে দিবেন এবং জান্নাত হারাম করে দিবেন। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি সেটা তুচ্ছ জিনিস হয় ? তিনি বললেন : তা পিলু গাছের একটা শাখাই হোক না কেন। (মুসলিম)

২১৫- عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مُخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلًا يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ الْأَنْصَارِ كَانَىْ أَنْظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلْتُ عَنِّيْ عَمَلَكَ قَالَ وَمَالَكَ قَالَ سَمِعْتَكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُهُ أَلَّا نَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلَيْجِنْ بِقَلِيلٍ وَكَثِيرٍ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخْذَ وَمَا نَهِيَ عَنْهُ اনْتَهَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২১৫. হযরত ইব্ন উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমরা তোমাদের কোন ব্যক্তিকে কোন সরকারী পদে নিয়োগ করলাম। অতঃপর সে একটা সুচ পরিমাণ অথবা তার চেয়ে বেশী আমাদের থেকে গোপন করল। এক্ষেত্রে সে খেয়ানতকারী গণ্য হবে। সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে হায়ির হবে। আনসার সম্পদায়ের জনৈক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিন। (রাবী বলেন) আমি যেন এ দৃশ্যটা এখনও দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেনঃ তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি আপনাকে এরূপ বলতে শুনেছি। তিনি বললেনঃ আমি এখনও তাই বলবো। আমরা কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করলাম। সে কম-বেশী সরকিছু নিয়ে আসবে। কাজেই তা থেকে তাকে যা দেয়া হবে তাই সে নেবে। আর যা থেকে তাকে বারণ করা হবে তা থেকে বিরত থাকবে। (মুসলিম)

২১৬- عنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْرٍ أَقْبَلَ نَفْرٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : فَلَانَ شَهِيدٌ وَفَلَانُ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فَلَانُ شَهِيدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتَهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২১৬. হযরত উমর ইব্ন খাতাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়াবারের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একদল সাহাবী এলেন। তারা বললেন, অমুক ব্যক্তি শহীদ, অমুক ব্যক্তি শহীদ। এভাবে তারা এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, অমুক ব্যক্তি শহীদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ কখনও নয়, আমি তাকে একটি চাদর অথবা একটি আবার জন্য জাহানামী দেখতে পাচ্ছি। এটা সে আত্মসাধ করেছিল। (মুসলিম)

২১৭- عنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالإِيمَانِ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ وَمُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ : ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُتِلْتُ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدِّينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২১৭. হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে দাঁড়ালেন। তিনি তাদেরকে বললেনঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর

ওপর ঈমান আনা সবচেয়ে ভালো কাজ। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই তাহলে আমার গুনাহ সমূহের কাফ্ফারা ক্ষতিপূরণ হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : হ্যাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল, সাওয়াবের আশা পোষণকারী ও সামনে অগ্রগামী হও এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী না হও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তুমি আর কি বলতে চাও? লোকটি পুনরায় বললেন, আপনার কি মত, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই তবে আমার গুনাহসমূহের কাফ্ফারা ক্ষতিপূরণ হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হ্যাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল, সাওয়াবের আশা পোষণকারী ও সামনে অগ্রগামী হও এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী না হও। কিন্তু ঝণ মাফ করা হবে না। জিরীল (আ) আমাকে এ কথা বলেছেন। (মুসলিম)

٢١٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَامَنْ لَأْدِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أَمْتَى مَنْ يَأْتِيُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةً وَيَأْتِيَ قَدْ شَتَّمَ هَذَا؟ وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا؛ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُفْضِيَ مَا عَلَيْهِ أَخْذَ مِنْ خَطَايَا هُمْ فَطَرِحْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজেস করলেন : তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব গরীব ? সাহাবা কেরাম (রা) বললেন, আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি গরীব, যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বললেন : আমার উম্মাতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিঃস্ব - গরীব হবে, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোয়া, যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাং করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে (সে এসব গুনাহ ও সাথে করে নিয়ে আসবে)। এদেরকে তার নেক আমলগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবী পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমলও শেষ হয়ে যায় তবে দাবীদারদের গুণাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে, অতঃপর তাকে দোয়খে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

٢١٩- عَنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يُكُونَ الْحَنْجَرَةُ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعَ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২১৯. হয়রত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আমি একজন মানুষ। তোমরা তোমদের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য আমার কাছে এসে থাক। সম্ভবত তোমদের মধ্যে কেউ কেউ অপর পক্ষের তুলনায় দলীল-প্রমাণ উৎপন্নে অধিক পারদর্শী হতে পারে। আমি তার কাছ থেকে শুনে সেই অনুযায়ী হয়ত ফয়সালা দিতে পারি। এভাবে আমি যদি (অজ্ঞাতে) তার ভাইয়ের হক তাকে দেয়ার ফয়সালা করি, তবে আমি তাকে দোয়াখের একটি টুকরাই দিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

২২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِّنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِيبْ دَمَاهِرَأَمَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২২০. হয়রত ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : মুসলমান সব সময় হিফায়ত ও নিরাপত্তার মধ্যে অবস্থান করে যতক্ষণ সে অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিত না করে। (বুখারী)

২২১. عَنْ خَوْلَةَ بْنِتِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ وَهِيَ إِمْرَأَةٌ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَاتَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ الظَّارُبُوْمُ الْقِيَامَةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২২১. হয়রত খাওলা বিনতে আমির আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : এমন অনেক লোক আছে যারা আল্লাহর মালের (জনগণের অর্থ-সম্পদ) অবৈধভাবে খরচ করে, অপচয় করে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তির জন্য দোয়াখের আগুন নির্ধারিত রয়েছে। (বুখারী)

بَابُ تَعْظِيمِ حُرْمَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَبَيَانِ حُقُوقِهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهِمْ
অনুচ্ছেদঃ মুসলমানদের মান-ই-জ্ঞতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাদের অধিকারসমূহ এবং তাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ ও ভালোবাসা পোষণ করা।

মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ - (الحج : ৩০)

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কায়েম করা সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করবে, এটা তার নিজের জন্যই তার প্রভুর নিকট খুবই কল্যাণকর হবে।” (সূরা হাজ়ি : ৩০)

وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ - (الحج : ৩২)

“যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দর্শনসমূহের প্রতি সম্মান করবে, আর এটা (সম্মান প্রদর্শন) দিলের তাকওয়ার ফল।” (সূরা হাজ়ি : ৩২)

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ - (الحجر : ৮৮)

“মু’মিনদের প্রতি তোমার বিনয় ও ন্যৰতার ডানা সম্প্রসারিত কর।” (সূরা হিজৰ : ৮৮)

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَانَمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ (المائدة: ٣٢)

“যদি কেউ অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যার পরিবর্তে অথবা যামীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়া (অন্যায়ভাবে) কাউকে হত্যা করে, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যদি কোন ব্যক্তি কাউকে জীবন দান করে (অন্যায়ভাবে নিহত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে) তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করল”। (সূরা মায়িদা : ৩২)

٢٢٢-عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشْدُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - مُتَقَّقٌ عَلَيْهِ -

২২২. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। জিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : এক মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য প্রাচীরস্বরূপ। এর এক অংশ অন্য অংশকে সুড়ত ও শক্তিশালী করে। এ কথা বলার সময় তিনি এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেখালেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٣-عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا وَأَسْوَاقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلَيُمْسِكْ أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ - مُتَقَّقٌ عَلَيْهِ -

২২৩. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যখন কোন ব্যক্তি আমাদের মসজিদ অথবা বাজারসমূহ থেকে কোন জিনিস নিয়ে যায় এবং তার সাথে যদি তীর থাকে, তবে সে যেন তার অগ্রভাগ সাবধানে রাখে অথবা হাতের মুঠোর মধ্যে রাখে। এর ফলে, কোন মুসলমানের আঘাত লাগার আশংকা থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٤-عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادْهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمْرِ - مُتَقَّقٌ عَلَيْهِ -

২২৪. হযরত নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : পারম্পরিক ভালবাসা, দয়া-অনুগ্রহ ও মায়া-মমতার দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মু'মিন মুসলমান একটি দেহের সমতুল্য। যদি দেহের কোন অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে অন্যান্য অংগ-প্রত্যঙ্গও তা অনুভব করে। সেটা জাগ্রত অবস্থায়ই হোক কিংবা জ্বরের অবস্থায় (সর্ববস্থায়)। (বুখারী ও মুসলিম)

— ۲۲۵ — وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعِنْهُ أَكْرَمُ بْنُ جَابِسٍ فَقَالَ أَكْرَمُ إِنَّ لِي عَشَرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

২১৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ইবন আলীকে চুমু দিলেন। এ সময় আকরা ইবন হাবিস (রা) তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। আকরা (রা) বললেন, আমার দশটি ছেলে আছে। কিন্তু আমি কখনও তাদের কউকে চুমু দেইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন : “যে ব্যক্তি দয়া প্রদর্শন করে না সে দয়ার পাত্র হতে পারে না।” (বুখারী ও মুসলিম)

— ۲۲۶ — عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَاتَلَتْ قَدِيمَ نَاسٍ مِنْ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : أَتُقْبِلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالَ : نَعَمْ قَالُوا : لَكُنَّا وَاللَّهِ مَا نُقْبِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلِكَ أَنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُمْ الرَّحْمَةَ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

২২৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় আরব বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এল। তারা জিজেস করল, আপনারা কি আপনাদের ছেটে শিশুদের চুমু খান? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তারা বলল, আল্লাহর ক্ষম! আমরা কিন্তু চুমু দেই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আমি কি এর মালিক বা জিম্মাদার হতে পারি, যদি মহান আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে রহমত ও অনুগ্রহকে তুলে নিয়ে নেন? (বুখারী ও মুসলিম)

— ۲۲۷ — عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يُرْحَمُ اللَّهُ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

২২৭. হযরত জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : “যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহ তাকে দয়া করেন না।” (বুখারী ও মুসলিম)

— ۲۲۸ — عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلَيُخَفَّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ وَالْكَبِيرُ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلَيُطَوَّلَ مَاشَاءَ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

২২৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যখন নামাযে লোকদের ইমামতি করে, সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, ঝুঁঝ ও বৃদ্ধ লোক থাকতে পারে। যখন তোমাদের কেউ একাকী নামায পড়ে, তখন সে ইচ্ছামত নামায দীর্ঘায়িত করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

- ২২৯ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيَدْعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشِيَّةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُقْرِضُ عَلَيْهِمْ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

২২৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কাজ (ইবাদত) করার একান্তিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তা পরিত্যাগ করতেন এই ভয়ে যে, লোকেরা (তার দেখাদেখি) তা নিয়মিত করতে থাকবে। ফলে এটা তাদের ওপর ফরয করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

- ২৩০ - وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَا هُنَّمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلِ؟ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهِيْتَكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

২৩০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কেরাম (রা)-এর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে 'সাওমে বিসাল' (বিরতিহীনভাবে রোয়া পালন) করতে নিষেধ করেছেন। তারা আবেদন করলেন, আপনি যে (সাওমে বিসাল) করেন? তিনি বললেন : "আমি তোমাদের মত নই। আমি রাত্রিযাপন করি আর আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান।" (বুখারী ও মুসলিম)

- ২৩১ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي لَا أَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَرِيدُ أَنْ أَطْوَلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَّةَ أَنْ أَشْقُ عَلَى أُمِّهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

২৩১. হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আমি নামাযকে দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা নিয়ে নামায পড়তে দাঁড়াই। ইতিমধ্যে আমি বাচ্চাদের কান্নার শব্দ শুনতে পাই। এ ব্যাপারটা মায়েদরকে বিচলিত করবে বলে আমি আমার নামায সংক্ষিপ্ত করে দিই। (বুখারী)

- ২৩২ - عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصَّبِيِّ وَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبُنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَئِ

فَإِنَّمَا مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৩২. হযরত জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) নামায পড়ল, সে আল্লাহর জিম্মায় চলে গেল। (তোমাদের এরপ অবস্থার মধ্যে থাকা উচিত)। মহান আল্লাহ যেন তোমাদের কাছ থেকে তাঁর যিম্মার ব্যাপারে পুঁজানুপুঁজি হিসাব চান। কেননা তাঁর যিম্মার ব্যাপারে তিনি যাকে পাকড়াও করতে চাইবেন পাকড়াও করতে পারবেন। তারপর তাকে উপুড় করে দোয়খে নিক্ষেপ করবেন। (মুসলিম)

২৩৩- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخْوُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৩৩. হযরত ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার ওপর যুলুম করতে পারে আর না তাকে শক্তির হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন কষ্ট বা অসুবিধা দূর করে দেয়, এর বিনিময়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট ও বিপদ থেকে অংশ বিশেষ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন বাখবেন। (বুখারী মুসলিম)

২৩৪- عن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْوُ الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضَهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، التَّقْوَى هُنَّا بِحَسْبِ امْرِيٍّ مِنِّي الشُّرُّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ -

২৩৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে না তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, না তাকে মিথ্যা বলতে পারে, আর না তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে। বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানের মান-ইজ্জত, ধন-সম্পদ ও রক্ত অন্য সব মুসলমানের উপর হারাম। (তিনি বক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন) : তাকওয়া এখানে আছে। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। (তিরমিয়ী)

٢٣٥ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَنَاجِشُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَلَا بَيْتُكُمْ عَلَى بَيْتِكُمْ بَعْضٌ وَكُوْنُونَا عِبَادَ اللَّهِ إِخْرَانَا الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ : لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ ، الْتَّقْوَى هُنَّا (وَيُشَيرُ إِلَى صَدَرِهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ) بِحَسْبِ امْرِيْ منَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমরা পরম্পরের প্রতি হিংসাপোষণ করো না, নকল ক্রেতা সেজে আসল ক্রেতাকে ধোকা দিও না, ঘৃণা-বিদ্রোহ পোষণ করো না, পরম্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর অন্যজন ক্রয়-বিক্রয় কর না। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাক। মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে যুক্ত করতে পারে না, হীন জ্ঞান করতে পারে না এবং অপমান অপদ্রষ্টও করতে পারে না। তাকওয়া এখানেই আছে। এ কথাটা তিনি তিনবার বলেন এবং নিজের বক্ষের দিকে ইশারা করেন। কোন ব্যক্তির খারাপ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে, হীন মনে করে। বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত (জীবন), ধন-সম্পদ এবং মান-স্ম্যান অন্য সব মুসলমানের জন্য হারাম। (মুসলিম)

٢٣٦ - عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৩৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٣٧ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرْهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَوْ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ : تَحْجِزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنِ الظَّلْمِ فَإِنْ ذَلِكَ نَصْرَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

২৩৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে যালিম হোক অথবা মযলূম। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে যদি মযলূম হয়, আমি তাকে সাহায্য করব এটা বুঝতে পারলাম। আপনার কি অভিযত, যদি সে যালিম-অত্যাচারী হয় তবে আমি তাকে কি করে সাহায্য করতে পারি? তিনি বললেন : তাকে যুক্ত করা থেকে বিরত রাখ, বাধা দাও। এটাই তাকে সাহায্য করা। (বুখারী)

— ২৩৮ — عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَإِتْبَاعُ الْجَنَازَةِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيمُ الْعَاطِسِ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ : حَقُّ الْمُسْلِمِ سَتُّ : إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصِحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِّدْ اللَّهَ فَشَمَّتْهُ ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ -

২৩৮. হয়রত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক (অধিকার) রয়েছে। সালামের জবাব দেয়া, ঝুঁপের পরিচর্যা করা, জানায়ার অনুসরণ করা, দাওয়াত করুল করা এবং হাঁচির জবাব দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে : মুসলমানদের পরম্পরারের ওপর ছয়টি অধিকার রয়েছে। তুমি যখন তার সাথে সাক্ষাত করবে, সালাম দেবে, যখন তোমাকে দাওয়াত দেবে তা গ্রহণ করবে, যখন তোমার কাছে উপদেশ (অথবা পরামর্শ) চাইবে, উপদেশ (অথবা পরামর্শ) চাইবে, উপদেশ দেবে, হাঁচি আসলে যখন সে “আল-হামদুলিল্লাহ” বলবে, তুমি তার জবাবে ‘ইয়ারহামুকল্লাহ’ (আল্লাহ তোমায় রহম করুক) বলবে, যখন সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে তাকে দেখতে যাবে এবং যখন সে মারা যাবে তার জানায়ায় শরীক হবে।

— ২৩৯ — عَنْ أَبِي عُمَارَةَ الْبَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَايَا عَنْ سَبْعٍ : أَمْرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَإِتْبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيمِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِيِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَهَايَا عَنْ خَوَاتِيمِ أَوْ تَخْتِيمِ بِالْذَّهَبِ وَعَنْ شُرُبِ بِالْفَضْلَةِ وَعَنِ الْمِيَاثِرِ الْحُمْرِ وَعَنِ الْقَسْيِ وَمَنْ لَبْسَ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقَ وَالْدِيَبَاجَ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ -

২৩৯. হয়রত বারা'আ ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ৭টি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ৭টি বিষয় থেকে নিমেধ করেছেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন : রোগীর খোঁজ-খবর নিতে, জানায়ার অনুসরণ করতে, হাঁচির জবাব দিতে, শপথ বা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে, ময়লুমের সাহায্য করতে, দাওয়াতাকারীর দাওয়াত করুল করতে এবং সালামের বহুল প্রচলন করতে। তিনি আমাদের নিমেধ করেছেন : স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে ও তৈরী করতে, ঝুপার পাত্রে পান করতে, লাল রং-এর রেশমের গদিতে বসতে, কাছি (কাপড়) রেশমী বস্ত্র এবং দীবাজ (মিহি রেশমী) পরিধান করতে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ سَرْعَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَالثَّئِيْنِ إِشَاعَتِهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ

অনুচ্ছেদ ৪ : মুসলমানদের দোষ-ক্রটি গোপন রাখা এবং একান্ত প্রয়োজন না হয়ে পড়লে তা প্রকাশ করা নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী :

**إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشْيَعَ الْفَاجِحَةُ فِي الدِّينِ أَمْنَوْا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (النور: ۱۹)**

“যে সব লোক চায়, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্জন্তা-বেহায়াপনা বিস্তার লাভ করুক, তারা দুনিয়া ও আবিরাতে কঠিন শাস্তি পাওয়ার ঘোগ্য। আল্লাহই ভাল জানেন, তোমরা জান না” (সূরা নূর : ১৯)

**۲۴۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : لَا يَسْتَرُ
عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -**

২৪০. হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যে বান্দাই অন্য বান্দার দোষ-ক্রটি এ পার্থিব জীবনে গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন। (মুসলিম)

**۲۴۱۔ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : كُلُّ
أَمْتَى مُعَافَى إِلَّا مُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ
عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ : يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحةَ كَذَا
وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتَرُهُ رَبُّهُ وَيَصْبِحَ يَكْشِفُ سِرْتَالَلَّهِ عَلَيْهِ - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ -**

২৪১. হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিৎ আমার উস্মাতের সকলের গুনাহ মাফ হবে। কিন্তু দোষ-ক্রটি প্রকাশকারীদের গুনাহ মাফ হবে না। দোষ-ক্রটি এভাবে প্রকাশ করা হয় : কোন ব্যক্তি রাতের বেলা কোন কাজ করবে। অতঃপর সকাল হবে। মহান আল্লাহ তার এ কাজ গোপন রাখবেন। সে (সকাল বেলা) বলবে, হে অমুক! আমি গতরাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে রাত যাপন করেছিল এমন অবস্থায় যে মহান আল্লাহ তার কাজগুলো গোপন রেখেছিলেন আর সকাল বেলা আল্লাহর এ আড়ালকে সে সরিয়ে দিল। (বুখারী ও মুসলিম)

**۲۴۲ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ
زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدُّ وَلَا يُتَرَبَّ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدُهَا**